ভোগ অপেক্ষক
Consumption Function

৪

ভূমিকা

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে ভোগ অপেক্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। যে কোনো দেশের সামগ্রীক চাহিদার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে হলে উক্ত দেশের জনগণের ভোগ প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে বিভিন্ন ভোগ ধারণা, ভোগ ব্যয়ের নির্ধারক এবং তত্বসমূহ আলোচিত হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় তিন সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১: ভোগ ও ভোগ অপেক্ষকের ধারণা
পাঠ-৪.২: গড় ভোগ প্রবণতা ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা
পাঠ-৪.৩: ভোগ রেখা অঙ্কন এবং মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক ভোগ বিধি
পাঠ-৪.৪: ভোগ অপেক্ষকের বৈশিষ্ট্য
পাঠ-৪.৫: ভোগ অপেক্ষক ধাঁ ধাঁ এবং ভোগ উপসিদ্ধান্ত

পাঠ ৪.১ ভোগ ও ভোগ অপেক্ষকের ধারণা
Concept of Consumption and Consumption Function

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- ভোগ, ভোগ অপেক্ষক, স্বয়ম্ভূত ও প্ররোচিত ভোগ সম্পর্কে ধারণা পাবেন,
- 45° রেখার তাৎপর্য জানতে পারবেন,
- ভোগ ও ভোগ প্রবণতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মূলপাঠ : ভোগ ও ভোগ অপেক্ষকের ধারণা

Concept of Consumption and Consumption Function

ভোগ

Consumption

উৎপাদনের মাধ্যমে দ্রব্যের উপযোগ সৃষ্টি হয় এবং ব্যবহারের মাধ্যমে উপযোগ নিঃশেষ হয়। এ উৎপাদিত দ্রব্য হতে প্রাপ্ত উপযোগের ব্যবহার বা নিঃশেষ করাকে ভোগ বলে। সামষ্টিক অর্থনীতিতে ভোগ বলতে সামগ্রিক ভোগকে বোঝানো হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরের জনগণ বা পরিবারসমূহ (households) তাদের অভাব পূরণের লক্ষ্যে মোট আয় থেকে এক বছরে কী পরিমাণ ব্যয় করে বা দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী ব্যবহারের জন্য কতটা ব্যয় করে তার সমষ্টিকে সামগ্রিক ভোগ ব্যয় বলে।

ভোগ অপেক্ষক

Consumption Function

অর্থনীতিতে আয়ের সাথে ভোগ ব্যয়ের নির্ভরশীলতার সম্পর্ককেই ভোগ অপেক্ষক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মানুষের ভোগ-ব্যয় তার আয়, রুচি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি বহু বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয়। তবে সামষ্টিক অর্থনীতিতে ভোগ ব্যয় সাধারণত আয়ের ওপর নির্ভরশীল ধরা হয়। অর্থাৎ আয়ের সাথে ভোগ ব্যয়ের নির্ভরশীলতার সম্পর্ককেই সাধারণত ভোগ অপেক্ষক (Consumption Function) বা ভোগ প্রবণতা (Propensity to Consume) বলা হয়। আয়ের সাথে ভোগ ব্যয়ের এ নির্ভরতা সমমুখী বা ধনাত্মক। অর্থাৎ আয় বাড়লে ভোগ ব্যয় বাড়ে এবং আয় কমলে ভোগ ব্যয় কমে। এক্ষেত্রে আয় (Y) স্বাধীন চলক এবং ভোগ ব্যয় (C) অধীন চলক।

সুতরাং ভোগ অপেক্ষক $C = f(Y)$

এখানে f হলো ফাংশন বা নির্ভরশীলতার চিহ্ন।

স্বাধীন চলকের সাপেক্ষে অধীন চলকের পরিবর্তন নির্ণয় করলে দাঁড়ায় :

$$\frac{dC}{dY} = f'(Y) > 0$$

অর্থাৎ আয়ের সাথে ভোগ ব্যয়ের সম্পর্ক সমমুখী বা ধনাত্মক। কিন্তু আয় বাড়লে ভোগ ব্যয় কী হারে বাড়বে, তার জন্য লেখা যায়, $\frac{dC}{dY} < 1$ বা, প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (Marginal Propensity to Consume) একক অপেক্ষা কম। অর্থাৎ মানুষ যে হারে আয় করে সে হারে ভোগ করে না, তার চেয়ে কম হারে ভোগ করে, কারণ ভোক্তা যুক্তিসঙ্গত (rational) আচরণ প্রকাশ করে।

স্বয়ম্ভূত ভোগ বনাম প্ররোচিত ভোগ

Autonomous Consumption vs Induced Consumption

আয়ের ওপর নির্ভরশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে ভোগ ব্যয়কে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন :

(ক) স্বয়ম্ভূত ভোগ (Autonomous Consumption)

(খ) প্ররোচিত ভোগ (Induced Consumption)

স্বয়ম্ভূত ভোগ : যে ভোগব্যয় আয়ের পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয় না, তাকে স্বয়ম্ভূত ভোগ বলে। অথবা, শূন্য আয়েও যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোগ ব্যয় বজায় থাকে, তাকে স্বয়ম্ভূত ভোগ বা আয় নিরপেক্ষ ভোগ বলে। মানুষ উপার্জন করার পূর্বে, বেঁচে থাকার জন্য যে পরিমাণ ভোগ করে তাই স্বয়ম্ভূত ভোগ। এ ভোগ শুধুমাত্র স্বল্পকালেই বিদ্যমান থাকে। এ ভোগকে 'ঋণজাত ভোগ'ও বলা হয়। চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো হলো :

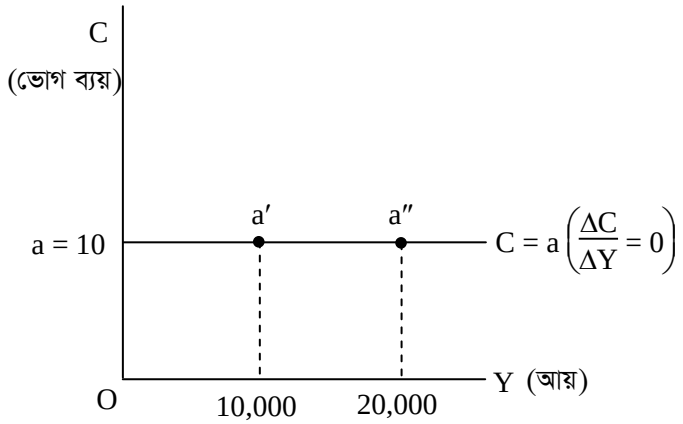

চিত্র ৪.১ : স্বয়ম্ভূত ভোগ

চিত্রে আয় 10,000 এবং 20,000 হলেও ভোগ নির্দিষ্ট পরিমাণ 10 একক। এ 10 একক ভোগকে স্বয়ম্ভূত ভোগ বা আয় নিরপেক্ষ ভোগ বলে।

প্ররোচিত ভোগ : আয়ের পরিবর্তন দ্বারা যে ভোগ ব্যয় প্রভাবিত হয়, তাকে প্ররোচিত ভোগ বলে। এক্ষেত্রে আয় বাড়লে বা কমলে ভোগব্যয়ও যথাক্রমে বাড়ে এবং কমে। দীর্ঘকালে স্বয়ম্ভূত ভোগ থাকে না তখন সবই প্ররোচিত ভোগ। তাই এ রেখা মূলবিন্দু থেকে ওঠে এবং ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী, কোনো ছেদক নেই এবং 45° রেখার নিচে অবস্থান করে।

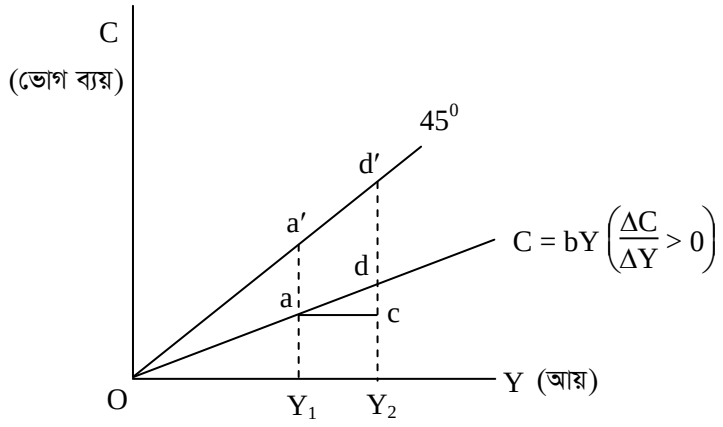

চিত্র ৪.২ : প্ররোচিত ভোগ

চিত্রে C = bY দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক বা ভোগ রেখা। রেখাটি মূলবিন্দু O থেকে ওঠেছে।

এখানে আয় বেড়ে OY_1 থেকে OY_2 হলে ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি পায় dc পরিমাণ। আয় বৃদ্ধি পেলে ভোগ এবং সঞ্চয় উভয়ই বৃদ্ধি পায়। C = bY রেখা এবং 45° রেখার যে ব্যবধান তা আয় বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সঞ্চয় বৃদ্ধির বিষয়টি প্রকাশ করে। যুক্তিশীল

ভোক্তা আয় বৃদ্ধির পরিমাণটিকে দীর্ঘকালে ভোগ এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিভাজন করে। আয় যখন OY_1 তখন ভোগ Y_1a এবং সঞ্চয় aa′। আয় বৃদ্ধি পেয়ে OY_2 হলে ভোগ Y_2d এবং সঞ্চয় dd′। এক্ষেত্রে Y_1Y_2 পরিমাণ আয় বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে প্ররোচিত ভোগ বৃদ্ধি পায় cd পরিমাণ।

স্বয়ম্ভূত ভোগ ও প্ররোচিত ভোগের মধ্যে পার্থক্য

Difference between Autonomous and Induced Consumption

স্বয়ম্ভূত ও প্ররোচিত ভোগের মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন–

ক. স্বয়ম্ভূত ভোগব্যয় আয়ের ওপর নির্ভরশীল নয় কিন্তু প্ররোচিত ভোগ ব্যয় আয়ের ওপর নির্ভরশীল।

খ. শূন্য আয়ে স্বয়ম্ভূত ভোগ শূন্য হয় না ধনাত্মক হলেও শূন্য আয়ে প্ররোচিত ভোগ শূন্য হয়।

গ. স্বয়ম্ভূত ভোগের ক্ষেত্রে আয় ও ভোগের পরিবর্তনের অনুপাত বা ঢাল $\left(\frac{\Delta C}{\Delta Y} = 0\right)$ শূন্য হলেও প্ররোচিত ভোগের ক্ষেত্রে এ অনুপাত বা ঢাল ধনাত্মক $\left(\frac{\Delta C}{\Delta Y} > 0\right)$ হয়।

ঘ. স্বয়ম্ভূত ভোগ রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল কিন্তু প্ররোচিত ভোগ রেখা মূল বিন্দু হতে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী।

ঙ. স্বল্পমেয়াদি ভোগ অপেক্ষকে স্বয়ম্ভূত ও প্ররোচিত উভয় ভোগই বিদ্যমান থাকলেও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকে শুধুমাত্র প্ররোচিত ভোগই থাকে।

45° রেখার তাৎপর্য

The Significance of 45° Line

The 45° Line and its Significance

ভোগ অপেক্ষক বিশ্লেষণে আয় ও ভোগ ব্যয়ের ব্যবধান পরিমাপ করার জন্য অধ্যাপক P.A. Samuelson 45° রেখা ব্যবহার করেন। 45° রেখা হলো এরূপ একটি রেখা যার প্রতিটি বিন্দুতে ভূমি ও উল্লম্ব অক্ষের দূরত্ব পরস্পর সমান। অর্থাৎ 45° রেখার সকল বিন্দুতে Y = C বা আয় = প্রত্যাশিত ব্যয়, সে কারণে সঞ্চয় (S = Y – C = 0) শূন্য। এজন্য 45° রেখাকে শূন্য সঞ্চয় রেখাও (Zero Savings line) বলা হয়।

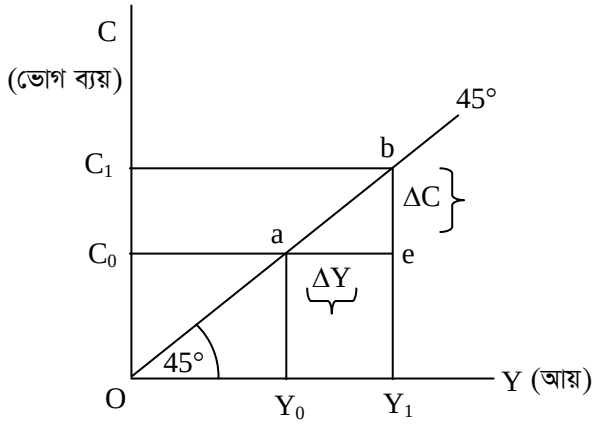

চিত্র ৪.৩ : 45° রেখা

উল্লেখ্য যে, 45° রেখার প্রতিটি বিন্দুতে গড় মান (মোট প্রত্যাশিত ব্যয় ÷ মোট আয়) এবং প্রান্তিক মান বা ঢাল [প্রত্যাশিত ব্যয়ের পরিবর্তনের (ΔC) পরিমাণ ÷ মোট আয়ের পরিবর্তনের পরিমাণ (ΔY)] উভয়ই এককের সমান।

মান নির্ণয় করলে–

45° রেখার a বিন্দুতে :

গড় মান বা গড় ভোগ প্রবণতা* (APC) $= \frac{C}{Y} = \frac{aY_0}{OY_0} = 1$ [$\because aY_0 = aC_0 = OY_0$]

প্রান্তিক মান, ঢাল বা প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা $= \frac{dC}{dY} = \frac{be}{ae} = 1$

b বিন্দুতে : APC $= \frac{C}{Y} = \frac{bY}{OY_1} = 1$ [$\because bY_1 = bC_1 = OY_1$]

$$MPC = \frac{dC}{dY} = \frac{be}{ae} = 1$$

অর্থাৎ 45° রেখার প্রত্যেক বিন্দুতে গড় মান এবং প্রান্তিক মান পরস্পর 1 এর সমান।

সারসংক্ষেপ

- **ভোগ :** যেকোনো উৎপাদিত দ্রব্য হতে প্রাপ্ত উপযোগের ব্যবহার বা নিঃশেষ করাকে ভোগ বলে।
- **ভোগ অপেক্ষক :** আয়ের সাথে ভোগ ব্যয়ের নির্ভরশীলতার সম্পর্ককেই সাধারণত ভোগ অপেক্ষক বলে।
- **স্বয়ম্ভূত ভোগ :** যে ভোগব্যয় আয়ের পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয় না, তাকে স্বয়ম্ভূত ভোগ বলে।
- **প্ররোচিত ভোগ :** আয়ের পরিবর্তন দ্বারা যে ভোগব্যয় প্রভাবিত হয়, তাকে প্ররোচিত ভোগ বলে।
- **45° রেখা :** 45° রেখার প্রতিটি বিন্দুতে ভূমি ও উল্লম্ব অক্ষের দূরত্ব পরস্পর সমান।
- **ভোগ প্রবণতা :** ভোগ অপেক্ষকের বিভিন্ন বিন্দুতে, বিভিন্ন আয়ে বিভিন্ন পরিমাণ ভোগ ব্যয়ের যে সম্পর্ক প্রকাশ পায়, তাকে ভোগ প্রবণতা বলে।

---

* ভোগ ও ভোগ প্রবণতা (Consumption vs Propensity to Consume) :
কোনো নির্দিষ্ট আয়স্তরে জনগণ ভোগের উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ ব্যয় করে, তার দ্বারা ভোগ পরিমাপ করা হয়। পক্ষান্তরে বিভিন্ন আয়ে বিভিন্ন পরিমাণ ভোগব্যয়ের যে সম্পর্ক প্রকাশ পায়, তাকে ভোগ প্রবণতা বলে।
ভোগ অপেক্ষকের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ভোগের পরিমাণ চিহ্নিত হলেও ভোগ অপেক্ষকের বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন প্রকার ভোগ ব্যয়ের ধারাকে ভোগ প্রবণতা বলে।
ভোগ ধারণাটি 'মজুত' এবং ভোগ প্রবণতা ধারণাটি 'প্রবাহ' (flow) ধারণার অন্তর্ভুক্ত।

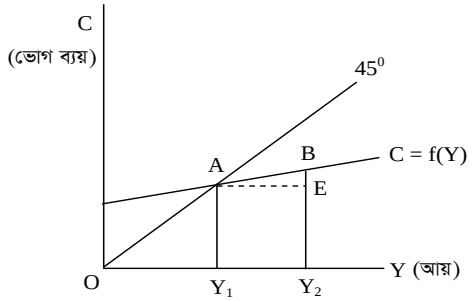

চিত্র ৪.৪ : ভোগ প্রবণতা

চিত্রে Y_1 আয়স্তরে ভোগ AY_1, Y_2 আয়স্তরে ভোগ BY_2 কিন্তু Y_1 ও Y_2 উভয় আয়স্তরে একই ভোগ বিদ্যমান নেই ($BY_2 > AY_1$)। Y_2 আয়স্তরে Y_1Y_2 পরিমাণ আয় বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ভোগ বৃদ্ধি পেয়েছে BE পরিমাণ। একারণে C = f(Y) ভোগ অপেক্ষককে এক নজরে দেখা হলে বোঝা যায়, ভোগ প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠ ৪.২ গড় ভোগ প্রবণতা ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা
Average Propensity to Consume vs Marginal Propensity to Consume

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- গড় ভোগ প্রবণতা (APC) ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার (MPC) এর ধারণা লাভ করবেন,
- ভোগ অপেক্ষকে 'a' ও 'b' এর অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা/তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মূলপাঠ :

গড় ভোগ প্রবণতা (APC) ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC)

Average Propensity to Consume vs Marginal Propensity to Consume

বিভিন্ন আয়ের স্তরে বিভিন্ন পরিমাণ ভোগব্যয়ের সম্পর্কের প্রকাশকে ভোগ প্রবণতা বলে। ভোগ প্রবণতা ধারণাটি দু'দিক থেকে পরিমাপ করা হয়। যথা :

ক. গড় ভোগ প্রবণতা (APC) এবং

খ. প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC)

ক. গড় ভোগ প্রবণতা (APC) : ভোগ ব্যয় (C) এবং আয়ের (Y) আনুপাতিক সম্পর্ককে গড় ভোগ প্রবণতা (Average Propensity to Consume-APC) বলে।

অর্থাৎ $APC = \frac{C}{Y}$

ভোগ অপেক্ষক বা সমীকরণের সাহায্যে APC হলো :

স্বল্পকালে ভোগ সমীকরণ $C = a + bY$ হলে $APC = \frac{C}{Y} = \frac{a + bY}{Y} = \frac{a}{Y} + b$

দীর্ঘকালে ভোগ সমীকরণ $C = bY$ হলে $APC = \frac{C}{Y} = \frac{bY}{Y} = b$

সংখ্যাবাচক সমীকরণের ক্ষেত্রে :

স্বল্পকালে $C = 100 + 0.5Y$ হলে $APC = \frac{C}{Y} = \frac{100 + 0.5Y}{Y} = \frac{100}{Y} + 0.5$ এবং

দীর্ঘকালে $C = 0.5Y$ হলে $APC = \frac{C}{Y} = \frac{0.5Y}{Y} = 0.5$

যেহেতু $\left(\frac{100}{Y} + 0.5\right) > 0.5$; তাই বলা যায়, স্বল্পকালীন APC দীর্ঘকালীন APC অপেক্ষা বড়।

রেখাচিত্রে APC :

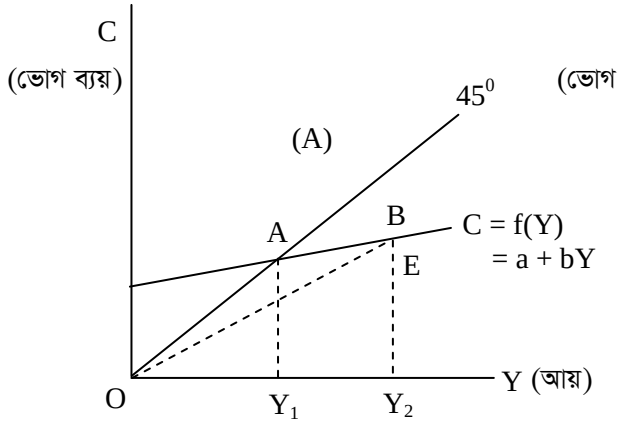

চিত্র ৪.৫: স্বল্পকালীন APC

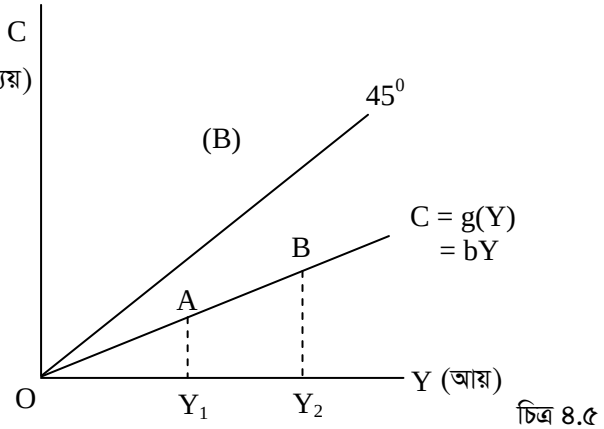

চিত্র ৪.৬ : দীর্ঘকালীন APC

চিত্র ৪.৫

ভোগ রেখার কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে গড় ভোগ এবং বিভিন্ন বিন্দুতে গড় ভোগ প্রবণতা পরিমাপ করার জন্য উক্ত বিন্দুতে মূলবিন্দু হতে অঙ্কিত সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব ÷ ভূমির মান নির্ণয় করতে হয়। যেমন :

(A) চিত্রে A বিন্দুতে APC = $\frac{AY_1}{OY_1}$, B বিন্দুতে APC = $\frac{BY_2}{OY_2}$

(B) চিত্রে A বিন্দুতে APC = $\frac{AY_1}{OY_1}$, B বিন্দুতে APC = $\frac{BY_2}{OY_2}$

আয়ের কত অংশ ভোগের জন্য ব্যয় করা হয় তা APC ধারণার সাহায্যে বোঝা যায়।

খ. প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC)

আয়ের পরিবর্তনের ফলে ভোগ ব্যয়ের যে পরিবর্তন হয় তার অনুপাতকে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (Marginal Propensity to Consume-MPC) বলে।

অর্থাৎ MPC = $\frac{\Delta C}{\Delta Y}$; এখানে, ΔY = আয়ের পরিবর্তন, ΔC = ভোগের পরিবর্তন

অন্তরকলনের মাধ্যমে প্রকাশ করলে, MPC = $\frac{dC}{dY}$

এখানে $\frac{dC}{dY} > 0$ এবং < 1 হবে।

ভোগ অপেক্ষা বা সমীকরণের সাহায্যে MPC হলো :

স্বল্পকালে C = a + bY হলে ঢাল বা MPC = $\frac{dC}{dY} = \frac{d}{dY}(a + bY) = b$ এবং

দীর্ঘকালে C = bY হলে ঢাল বা MPC = $\frac{dC}{dY} = \frac{d}{dY}(bY) = b$

সংখ্যাবাচক সমীকরণের ক্ষেত্রে :

স্বল্পকালে $C = 100 + 0.5Y$ হলে $MPC = \frac{dC}{dY} = 0.5$ এবং

দীর্ঘকালে $C = 0.5Y$ হলে $MPC = \frac{dC}{dY} = 0.5$

অর্থাৎ স্বল্পকাল এবং দীর্ঘকালে MPC বা ঢালের মান একই হবে।

রেখাচিত্রে MPC :

ভোগ রেখার কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে প্রান্তিক মান এবং বিভিন্ন বিন্দুতে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা নির্ণয়ের জন্য উক্ত বিন্দুতে স্পর্শক সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব ÷ ভূমির মান নির্ণয় করতে হয়। যেমন :

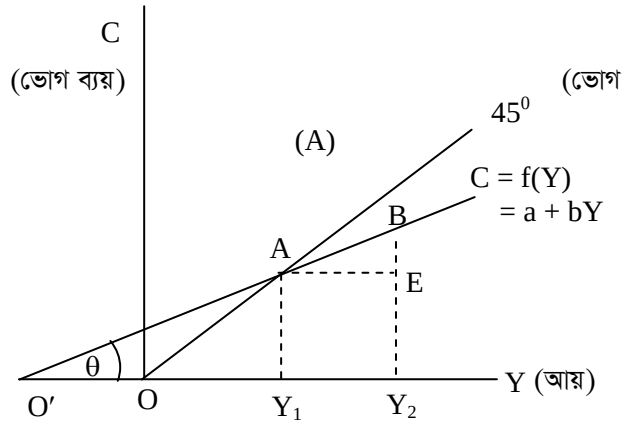

চিত্র ৪.৭ : স্বল্পকালীন MPC

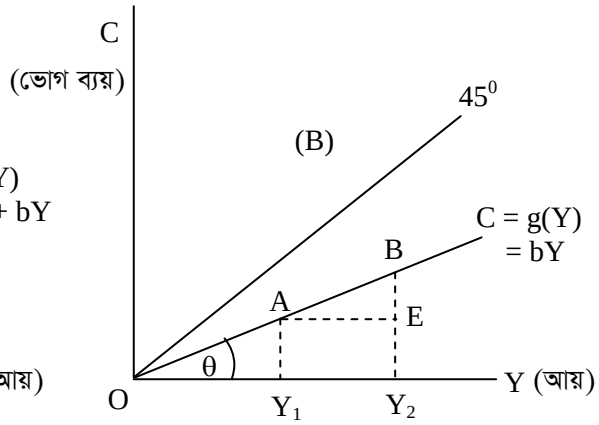

চিত্র ৪.৮ : দীর্ঘকালীন MPC

(A) চিত্রে A বিন্দুতে $MPC = \Delta AO'Y_1$ এর $\frac{AY_1}{O'Y_1}$

চিত্রে B বিন্দুতে $MPC = \Delta BO'Y_2$ এর $\frac{BY_2}{O'Y_2}$

ত্রিভুজের কোণ (θ) এর কোনো পরিবর্তন হয়নি।

(B) চিত্রে A বিন্দুতে $MPC = \Delta AOY_1$ এর $\frac{AY_1}{OY_1}$

চিত্রে B বিন্দুতে $MPC = \Delta BOY_2$ এর $\frac{BY_2}{OY_2}$

এক্ষেত্রেও ত্রিভুজের কোণের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই বলা যায় স্বল্প ও দীর্ঘকালে MPC একই থাকে।

অন্যভাবে, স্বল্প ও দীর্ঘকালে, ΔABE ত্রিভুজের লম্ব ÷ ভূমি বা BE ÷ AE এর মানকেও MPC হিসেবে দেখানো যায়। বর্ধিত আয়ের কত অংশ ভোগের জন্য ব্যয় করা হয় তা MPC ধারণার সাহায্যে বোঝা যায়।

বক্রাকৃতি (নন্-লিনিয়ার) ভোগ রেখা থেকে MPC নির্ণয় :

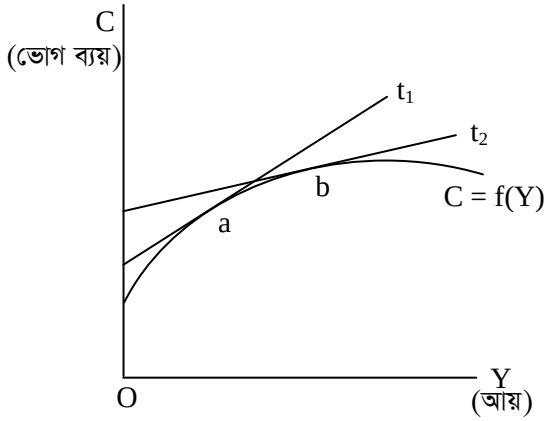

চিত্র ৪.৯ : বক্রাকৃতি ভোগ রেখা হতে MPC নির্ণয়

বক্রাকৃতি ভোগ রেখা C = f(Y) এর a এবং b বিন্দুতে স্পর্শক t_1 ও t_2 দ্বারা যে সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি হবে, সেখানে ভূমির দূরত্ব a এর তুলনায় b তে বৃদ্ধি পেলেও লম্ব দূরত্ব b বিন্দুতে হ্রাস পাবে, তাই a বিন্দুর তুলনায় b বিন্দুতে ঢাল বা MPC হ্রাস পাবে।

ভোগ অপেক্ষকে 'a' ও 'b' এর অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা

Economic Interpretation of 'a' & 'b' of Consumption Function

স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক : C = a + bY
দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক : C = bY

'a' এর অর্থনৈতিক তাৎপর্য :

C = a + bY এর ক্ষেত্রে 'a' কে গাণিতিক ভাষায় ভোগ অপেক্ষকের 'ছেদক' (Intercept) বলে। এ অপেক্ষকে 'a' শূন্য আয়ে ভোগের পরিমাণ নির্দেশ করে। অর্থাৎ আয় Y = 0 হলে যেহেতু C = a হয়, তাই a > 0 হবে। অর্থাৎ স্বল্পকালে আয় না করলেও (আয় যখন শূন্য) মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যে পরিমাণ ভোগ করে তা 'a' এর মানের সমান, যাকে স্বয়ম্ভূত ভোগ বলে। মানুষ স্বল্পকালে সঞ্চয় ভেঙ্গে বা অসঞ্চয় করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ (a) ভোগ ধরে রাখে, যা আয় দ্বারা প্রভাবিত হয় না। দীর্ঘকালে এ স্বয়ম্ভূত ভোগ (a) এর মান শূন্য হয়। কেননা দীর্ঘকালে আয় শূন্য হলে 'a' পরিমাণ ভোগ বজায় রাখা যায় না। অর্থাৎ দীর্ঘকালে Y = 0 হলে C = 0 হয়।

'b' এর অর্থনৈতিক তাৎপর্য/'b' এর মান 0 < b < 1 হয় কেন?

'b' হলো ভোগ রেখার ঢাল। ভোগ অপেক্ষকের আলোচনায় 'b' কে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা বা MPC (Marginal Propensity to Consume) বলে। মানুষ তার আয় থেকে কী পরিমাণে ভোগে ব্যয় করে তা 'b' দ্বারা প্রকাশ পায়।

স্বল্পকালীন ভোগ সমীকরণে : C = a + bY এবং

দীর্ঘকালীন ভোগ সমীকরণে C = bY

অর্থাৎ উভয় ভোগ সমীকরণে 'b' বিদ্যমান থাকলে, এ দুয়ের ক্ষেত্রে b = MPC এর মানের পার্থক্য থাকতে পারে বা উভয় অপেক্ষকে কখনো কখনো b এর মান একই হতে পারে। তবে b এর মান কখনও শূন্য '0' বা 1 হবে না। b বা MPC এর মান হবে : 0 < (b = MPC) < 1

যুক্তিশীল মানুষের আয়ের পরিবর্তনে ভোগের ক্ষেত্রে কিছু না কিছু পরিবর্তন হবেই। তাই b এর মান শূন্য (0) হতে পারে না। তবে আয়ের পরিবর্তনের চেয়ে ভোগের পরিবর্তন কম হয়। কেননা, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক আচরণ এই যে, আয় বাড়লে

সবটাই ভোগের জন্য ব্যয় না করে কিছু পরিমাণ সঞ্চয় করে। অর্থাৎ আয় বাড়লে ভোগ ব্যয় বাড়ে, তবে আয় যে হারে বাড়ে ভোগব্যয় তার চেয়ে কমহারে বাড়ে। তাই 'b' এর মান 1 এর চেয়ে কম হয়। সুতরাং b এর মান শূন্যের চেয়ে বেশি এবং এক এর চেয়ে কম হয়।

b বা MPC এর বৈশিষ্ট্য :

১. আয় ও ভোগব্যয়ের ব্যবধান দূর করতে বিনিয়োগ এর গুরুত্ব প্রকৃতপক্ষে MPC এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণেই স্বীকৃতি পায়। এছাড়া ভোগব্যয়ের স্বল্পকালীন যে স্থিতিশীলতা (Stability) তা মূলত b বা MPC এর স্থিতিশীলতাকে বোঝায়।

২. বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আয়ের কত অংশ সমাজের ভোগ বৃদ্ধিতে কাজে লাগলো এবং কত অংশ মূলধন গঠনে কাজে লাগলো তা জানা যায় b বা MPC থেকে। আমরা জানি, প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC) + প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা (MPS) = 1. সুতরাং প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা (MPS) = 1 – MPC। প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পেলে মূলধন গঠন বৃদ্ধি পায়।

৩. ভোগ রেখার আকৃতি ও ঢাল নির্ভর করে MPC এর ওপর। যদি আয়ের প্রতিটি স্তরে MPC স্থির থাকে, সেক্ষেত্রে ভোগরেখা সরলাকৃতির হবে। যদি ভোগ রেখা 45° রেখার নিকটে থাকে, তখন MPC অধিক হবে; ভোগরেখা 45° রেখা থেকে দূরে অবস্থান করলে MPC কম হবে।

৪. উন্নত দেশে MPC এর মান কম, MPS অধিক। অপরদিকে অনুন্নত দেশে MPC অধিক কিন্তু MPS অত্যন্ত কম হয়।

৫. বাণিজ্য চক্রের মোড় (turning) ব্যাখ্যায় $0 < MPC < 1$ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে আয়, উৎপাদন, নিয়োগ, দামস্তর কখনও ঊর্ধ্বগামী বা সমৃদ্ধি আবার কখনও নিম্নগামী বা মন্দায় আক্রান্ত হয়। এসব ক্ষেত্রে আয়, উৎপাদন এবং ভোগ ব্যয়ের পরিবর্তন প্রভাব বিস্তার করে।

৬. কেইন্সের 'অপূর্ণ নিয়োগের ভারসাম্য' ব্যাখ্যায় $0 < MPC < 1$ ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা হ্রাসই হলো অপূর্ণ নিয়োগের অন্যতম কারণ। আয় ও ভোগের ব্যবধান বাড়লে, উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়, তখন বিনিয়োগ প্রত্যাশা কমে এবং অপূর্ণ নিয়োগের ভারসাম্য দেখা দেয়।

৭. আয়ের প্রসার বা সংকোচনের ব্যাখ্যায় $0 < MPC < 1$ ধারণাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা আয়ের বৃদ্ধি যেমন কিছু না কিছু হবে, একইভাবে সেই বৃদ্ধি আবার অসীম হবে না। এ ধারণাটির উপলব্ধি সম্ভব $0 < MPC < 1$ হতে।

সারসংক্ষেপ

- **গড় ভোগ প্রবণতা (APC) :** ভোগ ব্যয় (C) এবং আয়ের (Y) আনুপাতিক সম্পর্ককে গড় ভোগ প্রবণতা বলে। অর্থাৎ $APC = \frac{C}{Y}$
- **প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC) :** আয়ের পরিবর্তনের ফলে ভোগব্যয়ের যে পরিবর্তন হয়, তার অনুপাতকে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা বলে। অর্থাৎ, $MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$
- ভোগ অপেক্ষক $C = a + bY$ এ, a হলো স্বয়ম্ভূত ভোগ। স্বল্পকালে আয় শূন্য হলেও ভোক্তারা যে পরিমাণ দ্রব্য ভোগ করে তা a এর সমান। দীর্ঘকালে a এর মান শূন্য অর্থাৎ তখন স্বয়ম্ভূত ভোগ থাকে না।

পক্ষান্তরে, b হলো ভোগ অপেক্ষকের ঢাল বা প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC)। ভোক্তার আয় বৃদ্ধি পেলে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আয়ের কত অংশ ভোগের ক্ষেত্রে ব্যয় করে, তা নির্দেশ করে b বা MPC. এক্ষেত্রে b এর মান হবে $0 < b < 1$. অর্থাৎ আয়ের বৃদ্ধিতে ভোগ বাড়বে, তবে আয় যে হারে বাড়ে, ভোগ তার চেয়ে কম হারে বাড়ে।

পাঠ ৪.৩ ভোগ রেখা অঙ্কন
Drawing the Consumption Curve

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- স্বল্পকালীন ভোগ সমীকরণ হতে ভোগ রেখা অঙ্কন করতে পারবেন,
- কেইন্সের মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক ভোগ বিধি ব্যাখ্যা করতে পারবেন,
- মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক ভোগ বিধির মূল্যায়ন ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মূলপাঠ :

স্বল্পকালীন ভোগ সমীকরণ থেকে ভোগ রেখা অঙ্কন
Drawing the Consumption Curve from the short–term Consumption Function

স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষকটি প্রদান করেন জন মেনার্ড কেইন্স, C = 100 + 0.5Y একটি স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক। এখানে স্বাধীন চলক আয় (Y) এর বিভিন্ন মানের প্রেক্ষিতে অধীন চলক ভোগ ব্যয় (C) এর বিভিন্ন মান পাওয়া যায়। এর ভিত্তিতে একটি ছক/সূচি তৈরি করা হলো :

Y (আয়)	C (ভোগব্যয়)
0	100
100	150
200	200
300	250
400	300

সূচিতে দেখা যায়, আয় বাড়লে ভোগব্যয়ও বাড়ে, তবে আয়ের তুলনায় ভোগব্যয় কম হারে বাড়ে। এক্ষেত্রে প্রতি 100 টাকা আয় বাড়ার ফলে ভোগ ব্যয় বেড়েছে 50 টাকা। আয় (Y) শূন্য (0) অবস্থায় ভোগ 100 টাকা যা স্বয়ম্ভূত ভোগ হিসেবে বিবেচিত। এখন ওপরের প্রাপ্ত সূচির মানসমূহ দ্বারা নিম্নে স্বল্পকালীন ভোগ রেখা অঙ্কন করি–

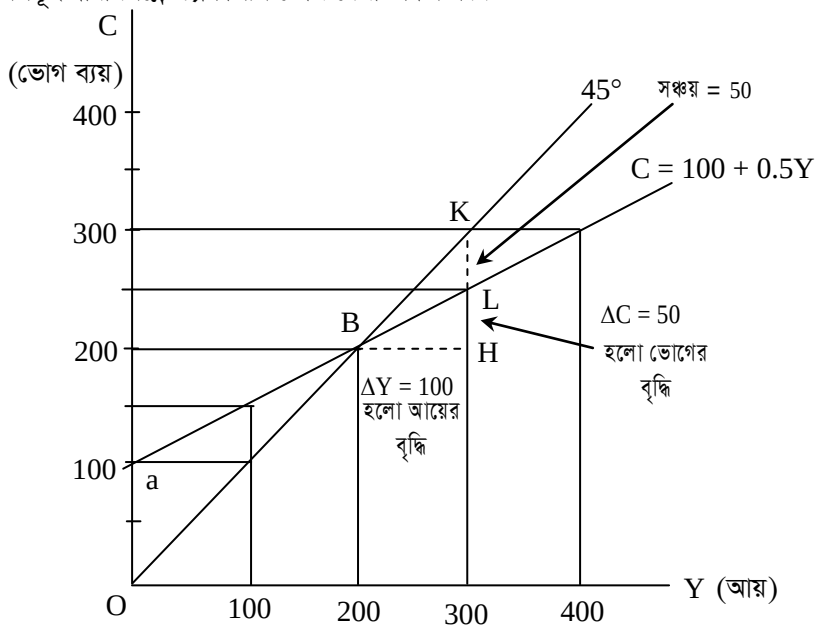

চিত্র ৪.১০ : স্বল্পকালীন ভোগ রেখা

C = 100 + 0.5Y একটি স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক। এ স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক থেকে প্রাপ্ত সূচি থেকে অঙ্কিত রেখাটি একটি স্বল্পকালীন ভোগ রেখা। যেহেতু 45° রেখার সকল বিন্দুতে আয় ও ভোগ ব্যয় সমান, এজন্য 45° রেখাকে শূন্য সঞ্চয়

রেখাও বলা হয়। ভোগ রেখা C এর ছেদক বা স্বয়ম্ভূত ভোগ হলো oa যা চিত্রানুসারে 100 টাকা পরিমাণ। চিত্রে B বিন্দু হলো ব্রেক ইভেন পয়েন্ট (break even point) বা শূন্য সঞ্চয় বিন্দু; যে বিন্দুতে Y ও C এর মান সমান (200 টাকা)। B বিন্দুর পর আয় যতটুকু বেড়েছে (এক্ষেত্রে ধরি 100 টাকা), ভোগ ব্যয় তার চেয়ে কম বেড়েছে (50 টাকা)। অর্থাৎ $\Delta Y = BH = 100$ টাকা এবং $\Delta C = HL = 50$ টাকা। যেহেতু $\Delta Y > \Delta C$ বা, $\Delta C < \Delta Y$। B বিন্দুতে সঞ্চয় ছিল শূন্য (0). কিন্তু B বিন্দুর পর আয় বাড়ার কারণে 45° রেখা ও C রেখার ব্যবধান বাড়তে থাকে। অর্থাৎ সঞ্চয়ও বাড়ে। চিত্রে আয় (Y) 300 টাকা অবস্থায় LK = 50 টাকা পরিমাণ সঞ্চয়।

তাই বলা যায়, "আয় যে হারে বাড়ে ভোগ ব্যয় তার তুলনায় কম হারে বাড়ে। আয় বাড়ার সাথে সাথে সঞ্চয়ও বাড়ে।" এটাই জন মেনার্ড কেইন্সের মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক ভোগ বিধি হিসেবে পরিচিত।

অপরদিকে, B বিন্দুর পূর্বে আয়ের চেয়ে ভোগ ব্যয় বেশি। সেক্ষেত্রে 45° রেখা ও C রেখার ব্যবধান হলো অসঞ্চয় (dissavings)। Y বাড়লে C বাড়ে, তবে Y এর তুলনায় C কম হারে বাড়ে। Y বাড়লে C ও Y এর অনুপাত তথা APC কমে। অন্যদিকে Y কমলে C ও Y এর অনুপাত বাড়ে। স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষকে $\frac{C}{Y}$ বা APC পরিবর্তনশীল বিধায় এটি একটি অসমানুপাতিক (non proportional) ভোগ অপেক্ষক।

লর্ড কেইন্সের মনস্তাত্ত্বিক ভোগ বিধিকে ভোগ অপেক্ষকের ভিত্তি বলা হয়। ভোগ বিধিটি হলো– 'মানুষের সাধারণ প্রবণতা হলো তাদের আয় (Y) বৃদ্ধির সাথে ভোগব্যয়ও (C) বৃদ্ধি করে। কিন্তু আয় বৃদ্ধির সমান ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি করে না, Y বৃদ্ধির তুলনায় C কম হারে বৃদ্ধি করে।' সুতরাং মনস্তাত্ত্বিক ভোগ বিধির মূল তিনটি বক্তব্য হলো–

ক. Y বাড়লে C বাড়বে, তবে Y এর তুলনায় C কম হারে বাড়বে। অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC) এর মান হবে $O < (b = MPC) < 1$।

খ. Y বাড়লে C বাড়বে, একই সাথে সঞ্চয়ও (S) বাড়বে।

গ. Y বাড়ার ফলে C ও S পূর্বের চেয়ে কমবে না বরং উভয়ই বাড়বে। কিন্তু APC বা $\frac{C}{Y}$ পূর্বের চেয়ে কমবে এবং APS বা $\frac{S}{Y}$ পূর্বের চেয়ে বাড়বে।

কেইন্সের মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক ভোগ বিধির মূল্যায়ন (সমালোচনা)

Evaluation or Criticism of Keynesian Fundamental Psychological Law of Consumption

লর্ড কেইন্সের বিখ্যাত গ্রন্থ 'The General Theory...' তে ভোগ অপেক্ষক সম্পর্কিত তাঁর বিবৃতি (statements)টি সমালোচনামুক্ত নয়। যেমন :

ক. কেইন্সের মতে প্রকৃত ভোগ প্রকৃত আয়ের ওপরই নির্ভরশীল। তিনি মজুরি একক দ্বারা প্রকৃত ভোগ এবং প্রকৃত আয়কে পরিমাপ করতে বললেও দামস্তরের পরিবর্তনের কারণে এরূপ পরিমাপ কঠিন।

খ. কেইন্সের মতে, চলতি প্রকৃত আয়স্তরের ওপরই প্রকৃত ভোগব্যয় নির্ভরশীল বললেও বাস্তবে ভোগব্যয় তুলনামূলকভাবে অধিক নির্ভর করে আপেক্ষিক আয়, স্থায়ী আয়, সম্পদ, সুদের হার এসবের ওপর।

গ. কেইন্সের ভোগ অপেক্ষকে আয়ের প্রকৃতি সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু না বললেও মোট জাতীয় আয়ের ওপরই সমাজের ভোগব্যয় নির্ভরশীল এরূপ ধারণা প্রদান করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে চিন্তা করলে ভোগ ব্যয় ব্যয়যোগ্য আয়ের ওপরই অধিক নির্ভরশীল এবং অধিক গ্রহণযোগ্য।

ঘ. কেইন্সের মতে প্রকৃত আয়স্তরের ওপরই প্রকৃত ভোগব্যয় নির্ভরশীল, এক্ষেত্রে অর্থমায়া (money illusion) প্রভাব বিস্তার করে না বলে মত দেন। কিন্তু বাস্তবে ভোক্তারা অর্থমায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভোগের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায়।

কেইন্সের ভোগ অপেক্ষকের গুরুত্ব

Importance of Keynesian Consumption Function

ক. কেইন্সের b(MPC) < 1 ধারণাটি উৎপাদন ও চাহিদার ব্যবধান বুঝতে সাহায্য করে। এ ধারণা সে'র বাজার বিধি 'যোগানের দ্বারা চাহিদা সৃষ্টি' কে বর্জন করতে সহায়তা করে।

খ. অপূর্ণ নিয়োগ ব্যাখ্যায় কেইন্সের ভোগ অপেক্ষকের গুরুত্ব রয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুসারে উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য আয়ের সম্পূর্ণ অংশই ব্যয়িত হয় না। তখন কার্যকর চাহিদার অভাবে বেকার সমস্যা দেখা দেয়। তাঁর মতে নিয়োগ বাড়ানোর জন্য সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ স্থির রেখে যদি ভোগব্যয় বাড়ানো যেত; সেক্ষেত্রে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল যা b(MPC) < 1 হওয়ায় অপূর্ণ নিয়োগের আশঙ্কা থেকে যায়।

গ. ভোগের মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক বিধির কারণে আয় ও ভোগব্যয়ের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয়, এ ব্যবধান দ্বারা কাম্য আয় বা নিয়োগস্তরে পৌঁছতে কী পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন, সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

ঘ. কেইন্সের ভোগ সমীকরণ থেকে বোঝা যায়, MPC বা b যতই 1 এর নিকটবর্তী হবে, বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা জাতীয় আয়ও যথেষ্ট প্রসারিত হবে। সরকারের এ রাজস্বনীতির দ্বারা জাতীয় আয় ও নিয়োগ প্রসারের ক্ষেত্রে ভোগ অপেক্ষকের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

ঙ. কেইন্সের ভোগ অপেক্ষক থেকে, দেশে আয় ও নিয়োগ বাড়াতে করনীতি কতটুকু কার্যকর, তা উপলব্ধি করা যায়। যে সমাজে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা বেশি সেই সমাজে কর হার হ্রাসের দ্বারা আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অধিক কার্যকর হয়।

অতএব বলা যায়, আয় ও নিয়োগের তাত্ত্বিক এবং প্রায়োগিক বিশ্লেষণে ভোগ অপেক্ষকের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সেজন্য অধ্যাপক হ্যানসেন, কেইন্সের ভোগ অপেক্ষক ধারণাকে অধ্যাপক মার্শালের চাহিদা অপেক্ষকের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মত প্রকাশ করেন। অধ্যাপক হ্যারিসও বলেন, কেইন্সের ভোগ অপেক্ষকের ধারণাটির ওপর তাঁর সমগ্র আয় ও নিয়োগ তত্ত্বটি দাঁড়িয়ে আছে।

সারসংক্ষেপ

- কেইন্সের মনস্তাত্ত্বিক ভোগ বিধির গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি হলো :
  - ক. আয় (Y) বাড়লে ভোগ (C) বাড়বে, তবে Y এর তুলনায় C কম হারে বাড়বে।
  - খ. আয় বৃদ্ধির সাথে ভোগ ও সঞ্চয় (S) উভয়ই বাড়বে।
  - গ. Y বৃদ্ধির সাথে সাথে C ও S পূর্বের চেয়ে কমবে না বরং উভয়ই বাড়বে।
- স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক C = a + bY এর $\frac{C}{Y}$ বা APC পরিবর্তনশীল বিধায় এটি একটি অসমানুপাতিক (non-proportional) ভোগ অপেক্ষক।

পাঠ ৪.৪ ভোগ অপেক্ষকের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of Consumption Function

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- স্বল্প ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা পাবেন,
- স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে তুলনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ :

ভোগ অপেক্ষকের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of Consumption Function

আয়ের ওপর ভোগ ব্যয়ের নির্ভরশীলতার গাণিতিক সম্পর্ককে ভোগ অপেক্ষক বলে। ভোগ অপেক্ষক স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন হয়ে থাকে। স্বয়ম্ভূত ভোগসহ আয়ের ওপর ভোগ ব্যয়ের নির্ভরশীলতাকে স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক বলে। পক্ষান্তরে সময়ের সীমানা উল্লেখ না করে, চলমান আয়ের ওপর ভোগ ব্যয়ের নির্ভরশীলতাকে দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক বলে। নিম্নে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো :

ক. স্বল্পকালীন বা অ-আনুপাতিক ভোগ অপেক্ষকের বৈশিষ্ট্য

(Characteristics of Short–Run or Non-Proportional Consumption Function)

$C = a + bY$ একটি স্বল্পকালীন সরলরৈখিক (Linear বা একমাত্রিক) ভোগ অপেক্ষক। এখানে a এবং b দু'টি পরামিতি (অজ্ঞাত রাশি)। অবশ্য b সহগও।

C = ভোগ ব্যয়, Y = আয়, a = স্বয়ম্ভূত ভোগ বা ভোগ অপেক্ষকের ছেদক, b = প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC) বা ভোগ অপেক্ষকের ঢাল (Slope) যা $\frac{\Delta C}{\Delta Y}$ দ্বারা নির্ণীত হয়।

আবার স্বল্পকালীন ভোগ রেখা হলো :

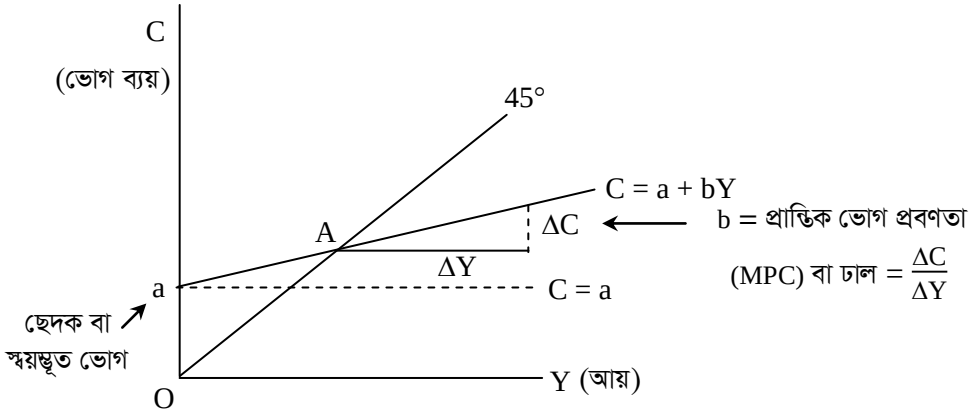

চিত্র ৪.১১ : স্বল্পকালীন ভোগ রেখা

১. ভোগ অপেক্ষক সরলরৈখিক : স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি সরলরৈখিক (লিনিয়ার বা একমাত্রিক) এবং ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী।

২. মোট ভোগ ব্যয় ($C = a + bY$) = স্বয়ম্ভূত ভোগ ব্যয় + প্ররোচিত ভোগ ব্যয়।

স্বল্পকালীন সময়ে মোট ভোগ ব্যয় C = স্বয়ম্ভূত ভোগ ব্যয় (a) + প্ররোচিত ভোগ ব্যয় (bY) এর সমষ্টি। এ ভোগ রেখাটি লম্ব অক্ষ থেকে ওঠে, ঢাল ধনাত্মক এবং ভোগ রেখাটি ঊর্ধ্বগামী হয়। স্বয়ম্ভূত ভোগ হলো একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোগ ব্যয় যা আয় দ্বারা প্রভাবিত হয় না (অর্থাৎ Y = 0 হলেও C = a বজায় থাকে)। আবার আয়ের পরিবর্তনের প্রভাবে ভোগের যে পরিবর্তন হয়, তাকে প্ররোচিত ভোগ ব্যয় বলে, এখানে bY হলো প্ররোচিত ভোগ।

৩. গড় ভোগ প্রবণতা (APC) পরিবর্তনশীল : C = a + bY; এ স্বল্পকালীন ভোগ সমীকরণ থেকে দেখা যায় আয় (Y) বাড়লে APC হ্রাস পায় এবং Y কমলে APC বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ APC পরিবর্তনশীল। চিত্রে দেখানো যায়–

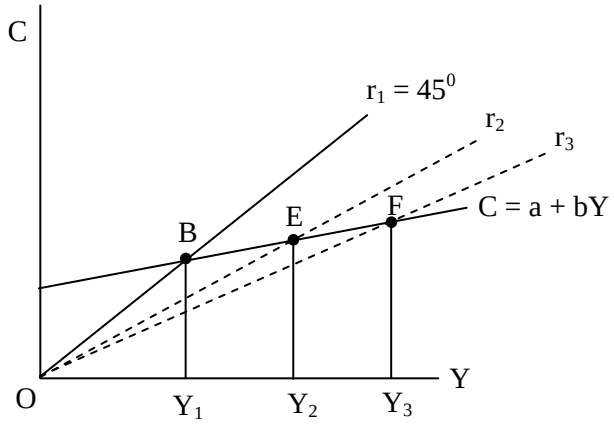

চিত্র ৪.১২ : স্বল্পকালীন ভোগ রেখায় বিভিন্ন বিন্দুতে APC নির্ণয়

চিত্রে দেখা যাচ্ছে, আয় OY_1 হতে বৃদ্ধি পেয়ে OY_2 এবং OY_3 হলেও APC নির্দেশক রশ্মিগুলোর (ray = r) ঢাল কমে গেছে। B, E ও F বিন্দুতে অঙ্কিত ray দ্বারা ভোগ ও আয়ের অনুপাত অর্থাৎ r_1 রেখার ঢাল (B বিন্দুতে APC = 1) > r_2 রেখার ঢাল > r_3 রেখার ঢাল। কাজেই ভোগ অপেক্ষকটি অসমানুপাতিক।

৪. প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC) স্থির :

স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC) স্থির। আয়ের বৃদ্ধি বা হ্রাসে MPC এর মানের কোনো পরিবর্তন হয় না। C = a + bY কে অন্তরকলন করলে $\frac{dC}{dY}$ বা MPC জানা যায়। এক্ষেত্রে MPC = $\frac{dC}{dY}$ = b যা স্থির। b কে ভোগ রেখার ঢালও বলে। অর্থাৎ স্বল্পকালীন সরলরৈখিক ভোগ অপেক্ষকের ঢাল বা MPC সকল বিন্দুতে সমান বা স্থির।

রেখাচিত্রে :

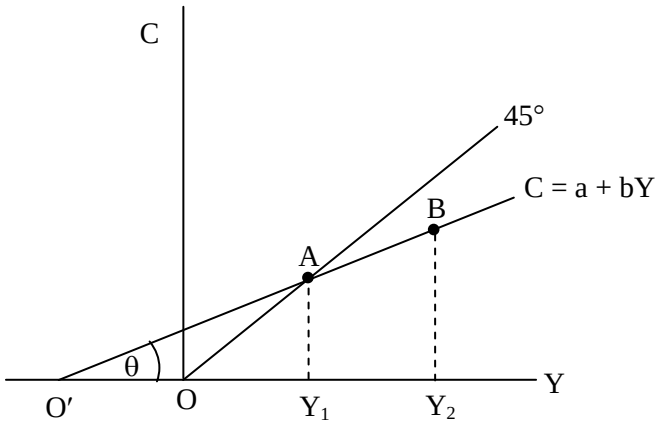

চিত্র ৪.১৩ : স্বল্পকালীন ভোগ রেখায় বিভিন্ন বিন্দুতে MPC নির্ণয়

রেখাচিত্রে C রেখার A ও B বিন্দুতে ঢাল বা MPC একই থাকে। A বিন্দুতে MPC বা ঢাল = $\frac{AY_1}{O'Y_1}$ এবং B বিন্দুতে ঢাল = $\frac{BY_2}{O'Y_2}$।

অর্থাৎ θ কোণের কোনো পরিবর্তন হয় না।

৫. গড় ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা ধনাত্মক কিন্তু এককের চেয়ে কম : স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষকের APC এবং MPC উভয়ই ধনাত্মক কিন্তু এককের চেয়ে কম। অর্থাৎ 1 > (APC বা, MPC) > 0।

গাণিতিকভাবে :

আমরা জানি, ভোগ + সঞ্চয় = আয়

বা, C + S = Y

বা, $\frac{C}{Y} + \frac{S}{Y} = \frac{Y}{Y}$

বা, APC + APS = 1

বা, APC = 1 – APS

আবার, C + S = Y

বা, $\frac{\Delta C}{\Delta Y} + \frac{\Delta S}{\Delta Y} = 1$

বা, MPC + MPS = 1

বা, MPC = 1 – MPS

এ থেকে বলা যায়, APC এবং MPC উভয়ে ধনাত্মক কিন্তু <1.

৬. স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষকের APC > MPC

যেহেতু স্বল্পকালে, C = a + bY ভোগ অপেক্ষক। এক্ষেত্রে MPC = $\frac{dC}{dY}$ = b এবং APC = $\frac{C}{Y} = \frac{a}{Y} + b$

সুতরাং APC > MPC

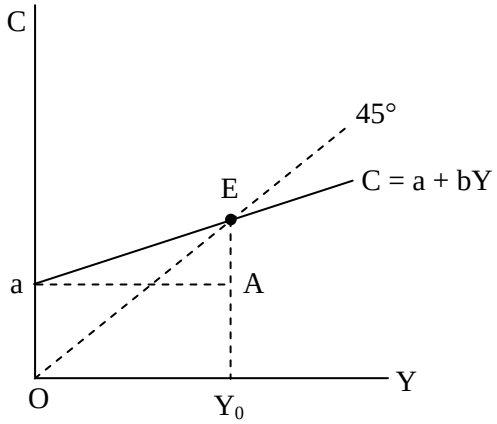

চিত্র ৪.১৪ : স্বল্পকালীন ভোগ রেখার একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে APC ও MPC নির্ণয়

চিত্রানুসারে, E বিন্দুতে APC = $\frac{EY_0}{OY_0}$ এবং MPC = $\frac{EA}{aA}$

যেহেতু $EY_0 > EA$ এবং $OY_0 = aA$ তাই, $\frac{EY_0}{OY_0} > \frac{EA}{aA}$

অর্থাৎ APC > MPC

স্বল্পকালীন ভোগ রেখা অসরলরৈখিক (নন-লিনিয়ার) বক্ররৈখিক হলে :

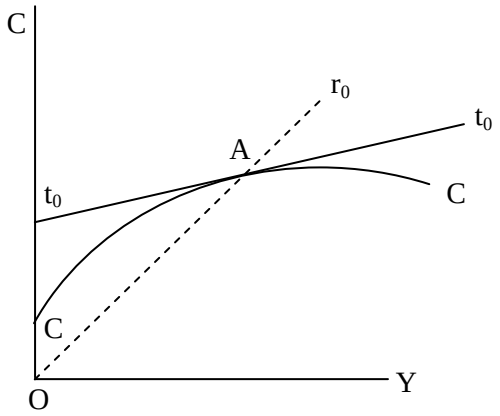

চিত্র ৪.১৫ : বক্রাকৃতির স্বল্পকালীন ভোগ রেখায় APC ও MPC নির্ণয়

চিত্রে CC বক্রাকৃতির স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক। A বিন্দুতে MPC নির্ণীত হয় t_0t_0 স্পর্শকের ঢাল থেকে।

অপরদিকে A বিন্দুতে APC নির্ণীত হয় মূলবিন্দু থেকে অঙ্কিত Or_0 নামক ray এর ঢাল থেকে। যেহেতু t_0t_0 এর তুলনায় Or_0 বেশি খাড়া তাই A বিন্দুতে APC > MPC হবে।

খ. দীর্ঘকালীন বা আনুপাতিক ভোগ অপেক্ষকের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of long Run or Proportional Consumption function

দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক আয়ের সাথে আনুপাতিক সম্পর্ক প্রকাশ করে।

দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক হলো C = bY. এ ভোগ অপেক্ষকের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন–

১. মূলবিন্দু থেকে ওঠে : দীর্ঘকালে শূন্য আয়ে বা ঋণ ও অতীত সঞ্চয় দ্বারা ভোগ বজায় রাখা যায় না। তাই স্বয়ম্ভূত ভোগ শূন্য হয়। অর্থাৎ ভোগ অপেক্ষকের কোনো ছেদক থাকে না বিধায় ভোগ রেখা মূলবিন্দু থেকে ওঠে। দীর্ঘকালে চলতি আয় শূন্য হলে ভোগ ব্যয়ও শূন্য হয়।

২. APC = MPC : দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক C = bY হতে প্রাপ্ত APC ও MPC উভয়ই ধনাত্মক এবং ভোগ রেখার সকল বিন্দুতে APC = MPC হয়। যেমন : C = bY হলে APC = $\frac{C}{Y}$ = b এবং MPC = $\frac{dC}{dY}$ = b

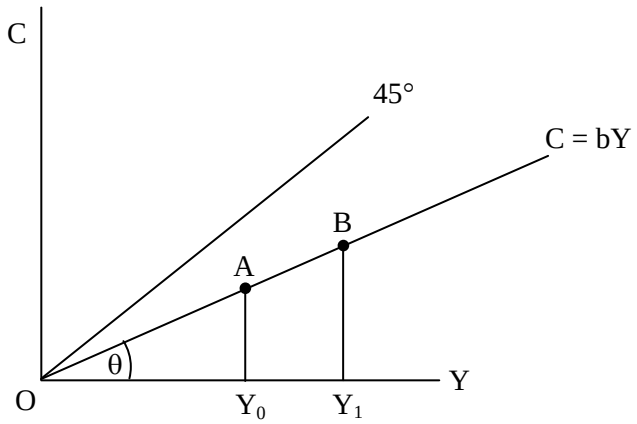

চিত্র ৪.১৬ : দীর্ঘকালীন ভোগ রেখায় APC ও MPC

রেখাচিত্রে A বিন্দুতে APC = $\frac{AY_0}{OY_0}$ এবং MPC = $\frac{AY_0}{OY_0}$

অর্থাৎ APC = MPC। সুতরাং APC = MPC = b (স্থির)। এজন্য দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক একটি আনুপাতিক ভোগ অপেক্ষক।

৩. আয়ের পরিবর্তনে APC ও MPC স্থির : দীর্ঘকালীন (সরলরৈখিক বা লিনিয়ার) ভোগ অপেক্ষকের ক্ষেত্রে আয়ের যেকোনো স্তরে (হ্রাস বা বৃদ্ধিতে) APC এবং MPC উভয়ই স্থির থাকে। চিত্রে A ও B বিন্দুতে APC ও MPC উভয় ক্ষেত্রে আয়ের পরিবর্তনে < BOY বা θ এর মান পরিবর্তন হয় না।

৪. সময়ভিত্তিক MPC এর তুলনা : দীর্ঘমেয়াদে MPC অপেক্ষা স্বল্পমেয়াদে MPC কম হয়। যেমন :

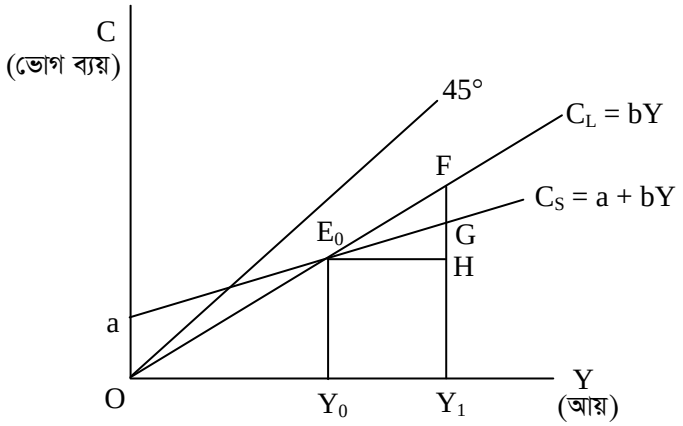

চিত্র ৪.১৭ : সময় ভিত্তিক MPC এর তুলনা

স্বল্পমেয়াদি C_S রেখা হতে MPC = $\frac{GH}{E_0H}$ এবং দীর্ঘমেয়াদি C_L রেখা হতে MPC = $\frac{FH}{E_0H} > \frac{GH}{E_0H}$

অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদি MPC > স্বল্পমেয়াদি MPC।

৫. যুগব্যাপী (Secular) ভোগ অপেক্ষক : যেহেতু দীর্ঘকালে আয়ের সর্বস্তরে APC স্থির থাকে। এজন্য দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষককে যুগব্যাপী (secular) ভোগ অপেক্ষক বলা হয়।

৬. ভোগ স্থিতিস্থাপকতা : দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান। যেমন : $E_c = \frac{dC}{dY} \cdot \frac{Y}{C} = b \cdot \frac{Y}{C} = \frac{bY}{bY} = 1$

স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের তুলনা

Comparison Between Short-Run and Long-Run Consumption Function

স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে এ দুটি ধারণার মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন :

	স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক	দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক
১. সংজ্ঞাগত পার্থক্য	নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী আয় ও ভোগব্যয়ের নির্ভরশীলতার আপেক্ষিক সম্পর্ককে স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক বলে।	দীর্ঘসময়ব্যাপী টাইম-সিরিজ উপাত্ত-ভিত্তিক আয় ও ভোগব্যয়ের নির্ভরশীলতার আপেক্ষিক সম্পর্ককে দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক বলে।
২. স্বয়ম্ভূত ভোগ	স্বল্পকালে আয় শূন্য হলেও একটি ন্যূনতম ভোগ বজায় থাকে, যা স্বয়ম্ভূত ভোগ হিসেবে বিবেচিত।	দীর্ঘকালে স্বয়ম্ভূত ভোগ থাকে না। দীর্ঘকালে আয় শূন্য হলে ভোগ ব্যয়ও শূন্য হয়।

	স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক	দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক
৩. সমীকরণ	স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষকের সমীকরণ : $C = a + bY$. সংখ্যাসূচক সমীকরণ : $C = 100 + 0.5Y$। এখানে C = ভোগ ব্যয়, a বা 100 হলো স্বয়ম্ভূত ভোগ বা ছেদক, bY বা 0.5Y = প্ররোচিত ভোগ। যেখানে b বা 0.5 হলো ভোগ রেখার ঢাল বা প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা এবং Y = আয়।	দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের সমীকরণ হলো $C = bY$ সংখ্যাসূচক সমীকরণ : $C = 0.5Y$। এখানে C = ভোগ ব্যয়; bY বা 0.5Y হলো প্ররোচিত ভোগ। যেখানে b বা 0.5 হলো ভোগ রেখার ঢাল বা MPC এবং Y = আয়।
৪. ছেদক মান	স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষকে স্বয়ম্ভূত ভোগ থাকে বিধায় ভোগ রেখা মূলবিন্দুর ওপর বা লম্ব অক্ষ থেকে ওঠে। অর্থাৎ ভোগ রেখার ছেদক থাকে।	দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকে স্বয়ম্ভূত ভোগ অনুপস্থিত। তাই এক্ষেত্রে ভোগ রেখা মূলবিন্দু (O) থেকে ওঠে। অর্থাৎ ভোগ রেখার ছেদক থাকে না বা শূন্য।
৫. ভোগব্যয় ও আয়ের অনুপাত	ভোগব্যয় এবং আয়ের অনুপাত পরিবর্তনশীল তাই স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক অসমানুপাতিক।	ভোগ ও আয়ের অনুপাত স্থির, তাই দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক সমানুপাতিক হয়।
৬. APC ও MPC এর তুলনা	স্বল্পকালে গড় ভোগ প্রবণতা (APC) প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC) অপেক্ষা বেশি হয়। যেমন : $C = a + bY$ স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক $APC = \frac{C}{Y} = \frac{a}{Y} + b$ এবং $MPC = \frac{dC}{dY} = \frac{d}{dY}(a + bY) = b$ যেখানে, $\left(\frac{a}{Y} + b\right) > b$ তাই APC > MPC	দীর্ঘকালে গড় ভোগ প্রবণতা (APC) ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC) সমান হয়। যেমন : $C = bY$ দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক $APC = \frac{C}{Y} = \frac{bY}{Y} = b$ এবং $MPC = \frac{dC}{dY} = \frac{d}{dY}(bY) = b$ অর্থাৎ APC = MPC
৭. স্থিতিস্থাপকতা	স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষকের আয় স্থিতিস্থাপকতা একক (1) অপেক্ষা কম হয়। যেমন : $E_c = \frac{dC}{dY} \cdot \frac{Y}{C} = b.\frac{Y}{C} = \frac{bY}{(a + bY)}$ যেহেতু $(a + by) < (bY)$ $\therefore E_c = \frac{bY}{(a + bY)} < 1$ হয়।	দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকে আয় স্থিতিস্থাপকতা এককের (1) সমান হয়। অর্থাৎ $E_c = \frac{dC}{dY} \cdot \frac{Y}{C} = b.\frac{Y}{bY} = 1$ $\therefore E_c = 1$
৮. ক্রস সেকশন ও টাইম সিরিজ	স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক ক্রস সেকশন (Non-Linear) ও স্বল্পকালীন টাইম সিরিজ ভিত্তিক পরিচালিত হতে পারে। যেমন :	দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক টাইম সিরিজভিত্তিক পরিচালিত হয়। যেমন :

<table>
<tr><th></th><th>স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক</th><th>দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক</th></tr>
<tr><td></td><td>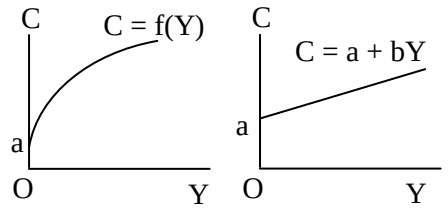

চিত্র ৪.১৮ : ক্রস সেকশন চিত্র ৪.১৯ : টাইম সিরিজ</td><td>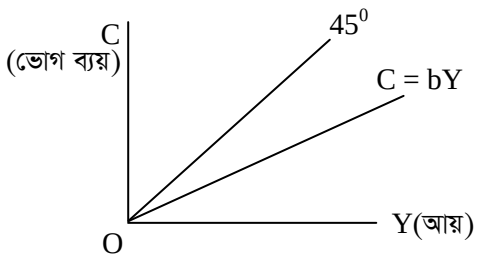

চিত্র ৪.২০ : টাইম সিরিজ</td></tr>
<tr><td>৯. স্বল্পকালীন ভোগ রেখা হতে দীর্ঘকালীন ভোগ রেখা প্রাপ্তি</td><td>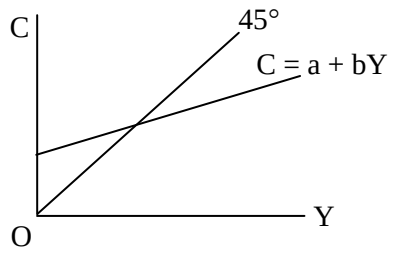

চিত্র : ৪.২১</td><td>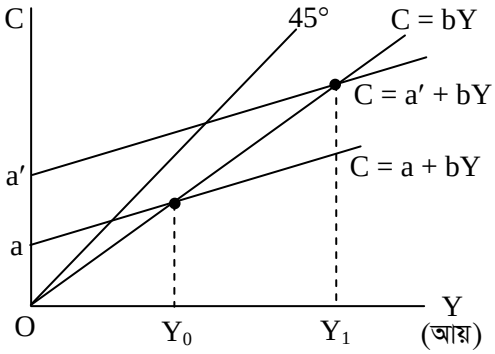

চিত্র : ৪.২২
স্বল্পকালীন ভোগ রেখার যে বিন্দুগুলোতে ভোগ ব্যয় ও আয়ের অনুপাত $\left(\frac{C}{Y}\right)$ = বা APC একই, সেই বিন্দুগুলো যোগ করে দীর্ঘকালীন ভোগ রেখা পাওয়া যায়।</td></tr>
</table>

১০. স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ রেখার ক্ষেত্রে সাধারণত $APC_S > APC_L$ হয় (ছেদ বিন্দুর পর); কিন্তু ছেদবিন্দুর পূর্বে এর উল্টো অবস্থা পাওয়া যায়।

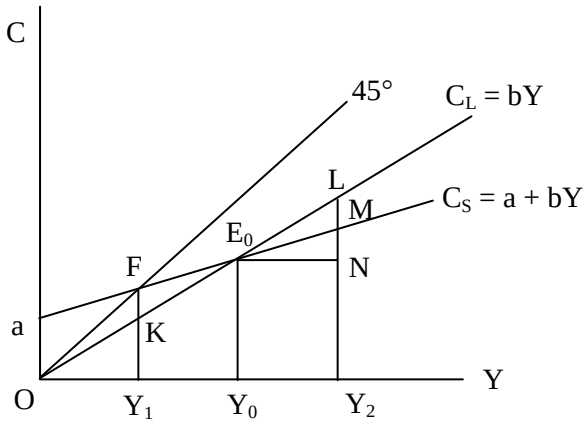

চিত্র : ৪.২৩

Y_0 আয়স্তরে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে ভোগরেখা পরস্পর E_0 বিন্দুতে ছেদ করে।

E_0 বিন্দুর পর Y_2 আয়স্তরে $APC_L = \frac{LY_2}{OY_2}$ এবং $APC_S = \frac{MY_2}{OY_2}$; তাই $APC_L > APC_S$

আবার, E_0 বিন্দুর পূর্বে, OY_1 আয়স্তরে $APC_L = \frac{KY_1}{OY_1} < APC_S = \frac{FY_1}{OY_1}$।

সারসংক্ষেপ

স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক : স্বয়ম্ভূত ভোগসহ আয়ের ওপর ভোগব্যয়ের নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক বলে। যেমন : $C = a + bY$; এ ভোগ অপেক্ষকটি অসমানুপাতিক।

দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক : সময়ের সীমানা উল্লেখ না করে, চলমান আয়ের ওপর ভোগ ব্যয়ের নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক বলে। যেমন : $C = bY$; এ ভোগ অপেক্ষকটি একটি আনুপাতিক ভোগ অপেক্ষক।

পাঠ ৪.৫ ভোগ অপেক্ষক ধাঁ ধাঁ এবং ভোগ উপসিদ্ধান্ত
Consumption function Puzzle and Consumption Hypothesis

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- ভোগ অপেক্ষক ধাঁ ধাঁ সম্পর্কে জানতে পারবেন,
- পরম আয় উপসিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন,
- আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন,
- পরম আয় উপসিদ্ধান্ত এবং আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য রচনা করতে পারবেন।

মূলপাঠ :

ভোগ অপেক্ষক ধাঁ ধাঁ বা কুজনেটসের 'পাজল'

Consumption Function Puzzle or Kuznets Puzzle

'Puzzle' (পাজল) শব্দের অর্থ সামঞ্জস্যহীনতা বা আপাতবিরোধিতা। যুক্তরাষ্ট্রের আয় ও ব্যয়ের ১৩ বছরের তথ্য (১৯২৯ - ১৯৪১ সাল পর্যন্ত) নিয়ে যে ভোগ অপেক্ষক পাওয়া যায় [C = 47.6 + 0.73 Yd... (i)] এবং Simon Kuznets এর দীর্ঘকালীন সময়ের (১৯০১ – ১৯৮৫ : প্রায় ৮৫ বছর) ভোগ সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে যে ভোগ অপেক্ষক [C = 0.73 Y... (ii)] পাওয়া যায় উভয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়। এ অসামঞ্জস্যতাকেই 'কুজনেট পাজল' (Kuznet's Puzzle) বা Consumption function Puzzle নামে অভিহিত করা হয়। প্রথম ভোগ অপেক্ষকে ভোগ ও আয়ের মধ্যে অআনুপাতিক সম্পর্ক, আয় বাড়লে APC কমে এবং আয় কমলে APC বাড়ে; পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ভোগ অপেক্ষকে ভোগ এবং আয়ের মধ্যে আনুপাতিক সম্পর্ক, ইন্টারসেপ্ট (47.6) নেই, আয় বাড়লে বা কমলে APC স্থির থাকে। দুটি অপেক্ষকের মধ্যে এরূপ অসামঞ্জস্যতাকে Kuznet's Puzzle বা Consumption function Puzzle বলা হয়।

এ স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ অপেক্ষক ধাঁ ধাঁ কে (পাজল) সমন্বয় সাধনের জন্য (reconciliation) জন্য আর্থার স্মিথিস, জেমস্ টবিন, জেমস্ ডুসেনবেরী, মিল্টন ফ্রিডম্যান ফ্রাংকো মডিগলিয়ানি, গোল্ডস্মিথ, কুজনেট প্রমুখ অর্থনীতিবিদ চেষ্টা করেন। তাঁদের গবেষণার ওপর ভিত্তি করে বেশ কিছু ভোগ উপসিদ্ধান্ত এবং ভোগ তত্ত্ব গড়ে ওঠেছে। এর মধ্যে চারটি উপসিদ্ধান্ত হলো :

ক. পরম আয় উপসিদ্ধান্ত (Absolute Income Hypothesis)

খ. আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্ত (Relative Income Hypothesis)

গ. স্থায়ী আয় উপসিদ্ধান্ত (Permanent Income Hypothesis)

ঘ. জীবনচক্র উপসিদ্ধান্ত (Life-Cycle Hypothesis)

ক. পরম আয় উপসিদ্ধান্ত (Absolute Income Hypothesis)

–J.M. Keynes : 'The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936'

পরম আয় (absolute income) উপসিদ্ধান্তের মূল প্রবক্তা হলেন জন মেনার্ড কেইন্স। তাঁর বক্তব্য স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় আয় ও ভোগের সম্পর্ক অসমানুপাতিক হলেও পরবর্তীতে জেমস্ টবিন ও আর্থার স্মিথিস দীর্ঘকালীন বা আনুপাতিক ভোগ অপেক্ষকের সাথে কেইন্সের বক্তব্যের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন।

এ উপসিদ্ধান্তকে কখনও 'অবিমিশ্র' আয় উপসিদ্ধান্ত (unmixed income hypothesis) বা কখনও প্রবাহ তাড়িত উপসিদ্ধান্ত (drifted hypothesis) বলে। 'অবিমিশ্র' বলার কারণ হলো এখানে চলতি আয়কে বিবেচনা করা হয়েছে। আয়টি কোন উৎস হতে এসেছে, স্থায়ী না অস্থায়ী আয় এভাবে কিছুই বিবেচনা করা হয় নি। আবার সম্পদের পরিমাণ বাড়লে, গ্রাম হতে শহরে

জন-স্থানান্তরিত হলে, জনসংখ্যার বয়সের কাঠামোর পরিবর্তন হলে প্রভৃতি কারণে পরিবারসমূহের ভোগ অপেক্ষকের অবস্থানগত পরিবর্তনের তাড়না (drifting) এ উপসিদ্ধান্তে প্রকাশ পায় বলে একে 'প্রবাহতাড়িত উপসিদ্ধান্ত' (drifted hypothesis) বলে।

মূলবক্তব্য : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন উৎস থেকে ব্যক্তি বা পরিবার যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে তাকেই পরম আয় বলে। ভোক্তা তার পরম আয়ের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেয় চলতি আয়ের কত অংশ ভোগের ক্ষেত্রে সে ব্যয় করবে।

J.M. Keynes এর মতে, পরম আয়ের ওপর ভোগ ব্যয় নির্ভরশীল। তবে আয় যে হারে বাড়ে ভোগ সে হারে বাড়ে না বরং কম হারে বাড়ে। গড় ভোগ প্রবণতা $\frac{C}{Y}$ হ্রাস পায়। ভোগ ও সঞ্চয়ের মধ্যে আয় বণ্টনের প্রকৃতি স্থিতিশীল। এ বক্তব্য স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থাৎ ভোগ অপেক্ষকটি অ-আনুপাতিক।

পরম আয় উপসিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্য :

Features of Statements

ক. পরম (চলতি) আয়ের ওপর ভোগ ব্যয় নির্ভরশীল।

খ. বর্ধিত আয় ভোগ ও সঞ্চয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে অর্থাৎ $\Delta Y = \Delta C + \Delta S$

গ. আয় বাড়লে APC হ্রাস পায়। আয় ও ভোগের সম্পর্ক অ-আনুপাতিক

ঘ. প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC) অপেক্ষা গড় ভোগ প্রবণতা (APC) অধিক হয়।

ঙ. প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা MPC বা b ধনাত্মক কিন্তু < 1 হয়।

পরম আয় উপসিদ্ধান্তের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোকে ক্রস সেকশন ভোগ রেখা এবং স্বল্পকালীন সামগ্রিক (টাইম সিরিজ) ভোগ রেখার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন–

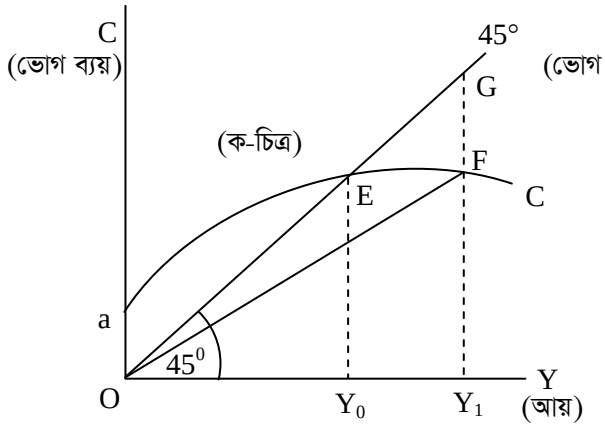

চিত্র ৪.২৪ : ক্রশ সেকশনাল ভোগ অপেক্ষক

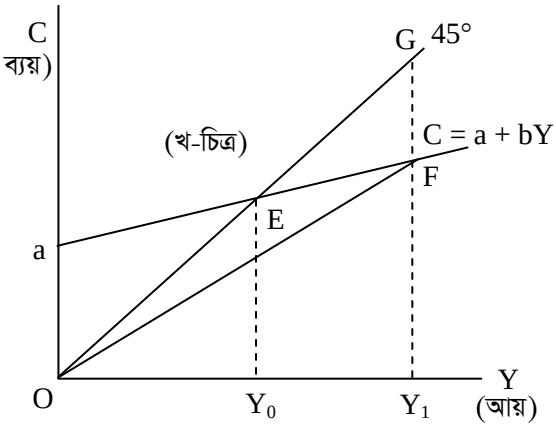

চিত্র ৪.২৫ : টাইম সিরিজ ভোগ অপেক্ষক

(ক)

চিত্রে aC একটি ক্রস সেকশন ভোগ রেখা এবং (খ) চিত্রে C = a + bY একটি স্বল্পকালীন টাইম সিরিজ ভোগ রেখা। উভয় চিত্রে C রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে পরম (চলতি) আয়ের ওপর ভোগ ব্যয়ের নির্ভরশীলতা প্রকাশ পায়। OY_0 আয়ে ভোগ EY_0, তখন সঞ্চয় শূন্য তাই E বিন্দুকে Break even Point বলে। আয় OY_1 হলে ভোগ FY_1, সঞ্চয় GF। উভয় চিত্রে আয়ের বৃদ্ধিতে APC (অর্থাৎ $\frac{C}{Y}$) হ্রাস পেয়েছে। কারণ উভয় চিত্রে OE রেখার চেয়ে OF রেখার ঢাল কম। তাই ভোগ ও আয়ের সম্পর্ক অ-আনুপাতিক। আবার যেহেতু উভয় চিত্রে OE রেখার ঢাল ভোগ রেখা aC রেখার ঢালের চেয়ে বেশি, তাই লেখা যায় APC > MPC। আবার উভয় চিত্রেই aC রেখার ঢাল ধনাত্মক কিন্তু একক অপেক্ষা কম অর্থাৎ 0 < (b বা, MPC) < 1।

পরম আয় উপসিদ্ধান্তের সমালোচনা

Criticism of Absolute Income Hypothesis

ভোগ ব্যয় সম্পর্কে কেইন্স-এর প্রাথমিক মতামত গুরুত্বপূর্ণ হলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ কর্তৃক এ বক্তব্যটি যথেষ্ট সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

১. ব্যক্তি বা পরিবারের ভোগ ব্যয় শুধু পরম আয়ের ওপর নির্ভর করে না। হার্ভার্ড অধ্যাপক জেমস ডুসেনবেরীর মতে, চলতি আয়ের সাথে অতীতের সর্বোচ্চ আয় এবং এ দু'য়ের আপেক্ষিকতার ওপর চলতি ভোগব্যয় নির্ভর করে।

২. প্রকৃত আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে আর্থিক আয় ও দামস্তরের প্রসঙ্গ বিবেচনা করা প্রয়োজন। দামস্তর পরিবর্তনশীল। তাই প্রকৃত আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে দামসূচক এবং ভিত্তি বছর নির্বাচন করা কঠিন। এছাড়াও দাম সূচকের বিভিন্নতা থাকার কারণে প্রকৃত আয় এবং প্রকৃত ভোগব্যয় পরিমাপ করা সহজসাধ্য নয়।

৩. যদিও ভোক্তারা অর্থমায়ার (money illusion) দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু কেইন্স অর্থমায়াকে ভোগ অপেক্ষকের সঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবে জড়িত করেননি। অর্থমায়ার পরিবর্তনে ভোক্তার ভোগ ব্যয়ও পরিবর্তিত হয়।

৪. অধ্যাপক মিল্টন ফ্রিডম্যান এর মতে, মানুষের আয়ের মধ্যে স্থায়ী ও অস্থায়ী উপাদান থাকতে পারে। ভোগ ব্যয়ের ওপর এ স্থায়ী ও অস্থায়ী আয়ের প্রভাব একই রকম হয় না। কিন্তু কেইন্স তাঁর তত্ত্বে আয়কে 'অবিমিশ্র' বলায় ভোগের সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না।

৫. গত শতাব্দীর ষাট দশকের অর্থনীতিবিদ Ando এবং Modigliani উল্লেখ করেন যে, ভোগব্যয় একটি জীবনচক্র ব্যাপী ধারা। এটি শুধু আয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়।

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, ভোগ অপেক্ষকে প্রকৃত আয়ের সঠিক ভূমিকা নির্ণয়ে কেইন্স ব্যর্থ হয়েছেন।

পরম আয় উপসিদ্ধান্তের গুরুত্ব

Importance of Absolute Income Hypothesis

কেইন্সই প্রথম অর্থনীতিবিদ যিনি ভোগ অপেক্ষক সম্পর্কে তাত্ত্বিকভাবে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেন। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ তাঁর প্রদত্ত বক্তব্যকে অর্থনীতির ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন হিসেবে দেখেছেন। নিম্নে কেইন্সের পরম আয় উপসিদ্ধান্তের গুরুত্ব/তাৎপর্য আলোচনা করা হলো :

১. **সে'র বিধির অকার্যকারিতা প্রমাণ :** সে'র বিধি অনুযায়ী অর্থনীতিতে যোগান আপনাআপনিই সমপরিমাণ চাহিদা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু কেইন্স দেখিয়েছেন, আয় যে হারে বৃদ্ধি পায়, ভোগ সে হারে বৃদ্ধি পায় না, তার চেয়ে কম হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ আয় ও ভোগ ব্যয়ের সম্পর্ক অ-আনুপাতিক। এ কারণে যোগান এর সমপরিমাণ চাহিদা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়।

২. **বিনিয়োগের গুরুত্ব :** কেইন্স-এর মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক বিধির বক্তব্য অনুযায়ী, আয় বৃদ্ধির তুলনায় এবং প্রেক্ষিতে ভোগ বৃদ্ধির পরিমাণ কম হয়। সেহেতু স্বল্পমেয়াদে ভোগ অপেক্ষক স্থিতিশীল থাকে। সে কারণে আয় ও ভোগের যে ব্যবধান তা অতিরিক্ত ভোগ বা বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে পূরণ হতে পারে।

৩. **সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা :** কেইন্সীয় ভোগ তত্ত্বে আয় ও নিয়োগ বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধির কথা বলেন। বিনিয়োগ সরকারি ও বেসরকারিভাবে বাড়ানো সম্ভব হলেও স্বল্পকালে বেসরকারি বিনিয়োগ স্বয়ম্ভূত ধরনের। এছাড়া মন্দাকালীন অর্থনীতিতে বেসরকারি বিনিয়োগ শূন্যের নিকটে থাকে। তাই বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। সরকার করের পরিমাণ হ্রাস করে, বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে বা সরকার নিজেই ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সামগ্রিক চাহিদা বাড়াতে পারে। ফলে আয় ও নিয়োগ বাড়তে পারে।

৪. **মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (Marginal Efficiency of Capital-MEC) হ্রাসের প্রবণতা রোধ :** কেইন্স-এর ভোগবিধি অনুযায়ী আয় বৃদ্ধির তুলনায় ভোক্তার ভোগ ব্যয় কম হারে বৃদ্ধি পায়। তাই সময় ব্যবধানে ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস

পাবে, পরবর্তীতে মূলধন দ্রব্যের চাহিদা এবং প্রান্তিক দক্ষতাও হ্রাস পাবে। ভোগ প্রবণতা বৃদ্ধি করতে না পারলে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা হ্রাসের প্রবণতা রোধ করা সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, কেইন্সীয় ভোগ অপেক্ষক মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে যার প্রতিক্রিয়ায় উৎপাদকের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয়।

৫. **অপূর্ণ নিয়োগের অস্তিত্ব প্রমাণ :** কেইন্সের ভোগ অপেক্ষক হতে প্রাপ্ত $0 < (b \text{ বা } MPC) < 1$ সম্পর্কের কারণে কার্যকরী চাহিদার যে বিন্দু ভারসাম্য নিয়োগস্তর প্রদর্শন করে, তা মূলত অপূর্ণ নিয়োগের ভারসাম্যই নির্দেশ করে। এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থবিরতার বিষয়টিও প্রকাশ পায়।

৬. **বাণিজ্য চক্রের ব্যাখ্যা :** কেইন্সীয় ভোগ অপেক্ষক বাণিজ্য চক্রের টার্নিং বিন্দু ব্যাখ্যা করতে পারে। অবাধ বা পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে, অর্থনীতি পূর্ণ নিয়োগ স্তরে পৌঁছার পূর্বেই বাণিজ্য চক্রের অবনতি শুরু হয়। কারণ, $0 < MPC < 1$ হওয়ার কারণে চাহিদার চেয়ে অতিরিক্ত উৎপাদন, অপূর্ণ নিয়োগ এবং মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা হ্রাস পায়।

আবার অর্থনীতি পূর্ণ মন্দাবস্থায় পৌঁছার পূর্বেই পুনরুদ্ধার কাজ শুরু হয়। কারণ $0 < MPC < 1$ হওয়ায় মানুষ মন্দার সময়ও কিছু না কিছু ভোগ করবে। ফলে দ্রব্যের অতিরিক্ত যোগান নিঃশেষ হওয়ার মাধ্যমে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরম্ভ হয়।

ওপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, কেইন্সের ভোগ অপেক্ষক উপসিদ্ধান্তটি সামষ্টিক অর্থনীতির অতি গুরুত্বপূর্ণ বহু ধারণাকে বুঝতে এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সহায়তা করেছে। অর্থনৈতিক স্থবিরতা, বাণিজ্য চক্রের টানিং পয়েন্ট ব্যাখ্যা এবং অপূর্ণ নিয়োগ হতে পূর্ণ নিয়োগ অর্জনে এ তত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম।

আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্ত

Relative Income Hypothesis

–J. Duesenberry : 'Income, Saving and the Theory of Consumer Behaviour, 1949'

মানুষের আয় ও ভোগব্যয়ের সম্পর্ক নিয়ে আর্থার-স্মিথিসের সাথে একই সাথে তাঁর ছাত্র হার্ভার্ড অধ্যাপক জেমস্ ডুসেনবেরীও গবেষণা করেন। আর্থার স্মিথিস ভোগের নির্ধারক হিসেবে পরম আয় নিয়ে গবেষণায় থাকলে ডুসেনবেরী আপেক্ষিক আয় ধারণার প্রবর্তন করেন। ১৯৪৮ সালে 'The Consumption Function' শিরোনামে তিনি বক্তব্য প্রদান করেন যা ১৯৪৯ সনে 'Income, Saving and the Theory of Consumer Behaviour' গ্রন্থে প্রকাশ পায়।

আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্ত ব্যাখ্যার পূর্বে এ উপসিদ্ধান্তের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। যথা–

ক. র‍্যাচেট ইফেক্ট (Ratchet Effect)– বর্তমানের ওপর অতীতের প্রভাব :

ভোগের ক্ষেত্রে মানুষ মন্দাকালে নিকট অতীতের সমৃদ্ধিকালীন উন্নত ভোগ অভ্যাস সহসা ত্যাগ করতে চায় না, আঁকড়ে ধরে রাখার যে প্রচেষ্টা, তাকে র‍্যাচেট ইফেক্ট বলে। মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তি হলো, বর্তমানে আয়স্তর কমে গেলেও ভোগ অভ্যাসের বিষয়টি অতীতের বেশি আয়স্তরের সময় যেমন ছিল তা বজায় রাখার চেষ্টা করে। যেমন : দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হলে একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে সেনাবাহিনীতে অস্থায়ী অফিসার হিসেবে উচ্চ বেতনে নিয়োগ লাভের পর তাঁর বর্তমান ভোগের ওপর যেমন পূর্বের জীবনযাত্রার মানের প্রভাব পড়বে, তেমনি সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব পালন শেষে পুনরায় স্কুলের শিক্ষকতায় ফিরে গেলেও অতীতের উচ্চ আয়স্তরের ভোগব্যয় বর্তমানের ওপর প্রভাব ফেলবে। তবে সাময়িকভাবে আয় ও ভোগের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করতে না পারলেও দীর্ঘকালে তা অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। তাই বলা যায়, বর্তমানের ভোগ ব্যয়ের ওপর চলতি আয় এবং অতীতের জীবনযাত্রার মান অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে।

খ. প্রদর্শন প্রভাব (Demonstration Effect) :

ডুসেনবেরীর মতে, মানুষ অনুকরণপ্রিয়। মানুষের ভোগ অভ্যাসের বিষয়টি পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। কোনো ব্যক্তি বা পরিবার যখন তার চেয়ে অধিকতর সামর্থ্যবান ও রুচিবান কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের উন্নত ভোগ অভ্যাসের সাথে

পরিচিত হয়ে ওঠে, তখন সে তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করে। ভোগের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রভাবকে প্রদর্শন প্রভাব বলে।

Duesenberry বলেন, 'What you don't Know won't hurt you, but that what you do know hurt you.' অর্থাৎ যা তুমি জানো বা দেখ তাই তোমাকে প্রভাবিত করে, যা তুমি জানো না বা দেখ নাই, তা তোমাকে ভাবায় না, প্রভাবিত করে না। কম আয়ের ব্যক্তি বা পরিবার যখন অধিক আয়ের ব্যক্তি বা পরিবারের সাথে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করে, সেক্ষেত্রে আপেক্ষিক আয় কম হলেও গড় ভোগ প্রবণতা (APC) অধিক হয়। তাই আয় ও ভোগব্যয়ের সম্পর্ক অ-আনুপাতিক হয়ে পড়ে।

মূলবক্তব্য : অধ্যাপক ডুসেনবেরীর মতে, আপেক্ষিক আয়ের ওপর ভোগব্যয় নির্ভর করে। এ আপেক্ষিক আয় দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমটি হলো ভোক্তার অতীতের সর্বোচ্চ আয়ের স্তরের জীবনযাত্রার মান এবং দ্বিতীয়টি হলো তার পারিপার্শ্বিক উচ্চ ভোগের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মানের ভিত্তিতে বিচার্য। তাঁর মতে, স্বল্পকালে গড় ভোগ প্রবণতা (APC) পরিবর্তন হলেও দীর্ঘকালে তা স্থির থাকে। অর্থাৎ স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক অ-আনুপাতিক হলেও দীর্ঘকালে তা আনুপাতিক হবে।

অনুমিত শর্ত :

১. মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অতীতের আয় ও জীবনযাত্রার মান এবং বর্তমানের জীবনযাত্রার মান দ্বারা প্রভাবিত।

২. সমাজের প্রত্যেকের ভোগ আচরণ পরস্পর নির্ভরশীল।

৩. আয় ও ভোগব্যয়ের সম্পর্ক সময়ের সাথে দ্রুত পরিবর্তিত হয় না।

নিম্নে চিত্রের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো :

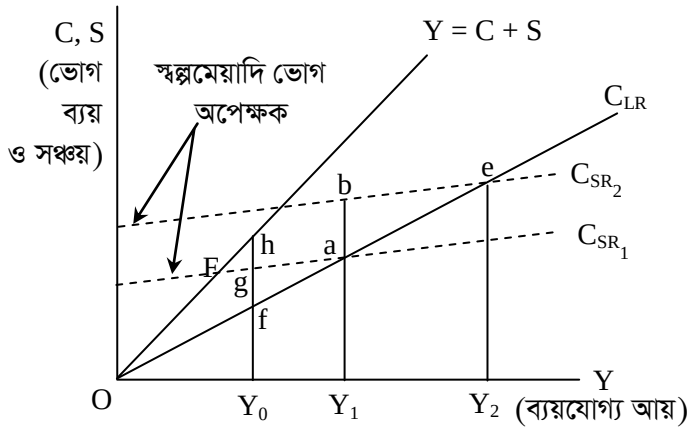

চিত্র ৪.২৬ : আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্ত

চিত্রে C_{LR} দীর্ঘকালীন ভোগ রেখা এবং C_{SR} স্বল্পমেয়াদি ভোগ রেখা নির্দেশ করে। ভোক্তার আয় Y_1 থেকে Y_0 এ হ্রাস পেলে, ভোগ ব্যয় af পথে হ্রাস না পেয়ে ag পথে হ্রাস পায়। hf পরিমাণ সঞ্চয় থেকে gf পরিমাণ অতিরিক্ত ভোগে ব্যয় হয়, সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে hg হয়, এক্ষেত্রে APC বৃদ্ধি পাবে। কারণ আয় হ্রাসের তুলনায় ভোগ ব্যয় হ্রাসের অনুপাত কম হয়। অতীতের আয়স্তর এবং প্রদর্শন প্রভাবের কারণে এরূপ হয়ে থাকে। আয় পুনরায় পূর্বের সর্বোচ্চস্তরের (Y_1) দিকে অগ্রসর হলে এ অবস্থায় g থেকে 'a' বিন্দুতে APC হ্রাস পায় APS বাড়ে। পূর্বের সঞ্চয় ফিরিয়ে আনার জন্য এসময় সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ায়।

যখন আয় Y_1 এ পৌঁছে যায় এবং আয় আরও বাড়ে, তখন ভোগব্যয় C_{SR} রেখার পরিবর্তে C_{LR} রেখা ধরে a থেকে e বিন্দুর দিকে অগ্রসর হয়। আয় যখন পূর্বের সর্বোচ্চস্তরকে অতিক্রম করে তখন ভোক্তারা পরিত্রাণের সময়ের ন্যায় সঞ্চয়ে তেমন

আগ্রহী হয় না। পূর্বের তুলনায় আয়ের অনেকাংশ ভোগের জন্য ব্যয় করে। a থেকে e এর দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় ভোগব্যয় স্থির অনুপাতে বাড়ে, অর্থাৎ APC স্থির থাকে। Y_2 তে পৌঁছার পর মন্দা শুরু হলে সেই আয়স্তরকে তখন সর্বোচ্চ আয়ের স্তর বলা হবে। একটি সর্বোচ্চ আয়স্তর (Y_1) থেকে আরেকটি সর্বোচ্চ আয়স্তর (Y_2) পর্যন্ত আয়ের স্থির অনুপাতে ভোগব্যয় বাড়ে। তখন APC ও APS স্থির বা অপরিবর্তিত থাকে। Y_2 তে মন্দা শুরু হলে ভোগব্যয় হ্রাস পাবে C_{LR} রেখা ধরে নয়, C_{SR_2} রেখা ধরে eb পথে। এভাবে বিভিন্ন স্বল্পকালীন সর্বোচ্চ আয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ভোগব্যয়ের তথ্যের ভিত্তিতে দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক C_{LR} পাওয়া যায়। স্বল্পকালীন আয়ভোগের সম্পর্ক অ-আনুপাতিক হলেও দীর্ঘকালে আয়-ভোগের সম্পর্ক আনুপাতিক হয়।

আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্তের সমালোচনা

Criticisms of Relative Income Hypothesis

ডুসেনবেরীর আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্ত বেশ কৃতিত্ব অর্জন করলেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ কর্তৃক সমালোচিত হয়। যেমন :

১. T.M. Brown প্রকাশ করেন যে, অতীত বলতে ডুসেনবেরী কোন ধরনের অতীত বুঝিয়েছেন? ভোগের ওপর বহু পুরাতন অতীত কোনো প্রভাব বিস্তার করে না বরং নিকট অতীতই ভোগ প্রবণতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

২. ১৯৩৫ সালের দিকে অধ্যাপক Feber মত প্রকাশ করেন যে, ভোগব্যয় শুধু অতীতের আয়স্তরের ওপর নির্ভর করে না। এক্ষেত্রে অতীতের সর্বোচ্চ আয়স্তর এবং বর্তমান আয়স্তরের পার্থক্যের সাথে বর্তমান আয়স্তরের অনুপাতের ওপর APC ও APS নির্ভর করে।

৩. অধ্যাপক Franco Modigliani এর মতে, মানুষের কর্মময় জীবনে যে সঞ্চয় গড়ে ওঠে তার দ্বারা অবসর জীবনের ভোগব্যয় নির্বাহ করা হয়। তাই জীবনব্যাপী আয় ও ভোগব্যয় সমান এবং সঞ্চয় ও অসঞ্চয়ও পরস্পর সমান হয়।

৪. অধ্যাপক G. Katona তাঁর 'Psychological Analysis of Economic Behaviour' গ্রন্থে বাস্তব তথ্য প্রমাণ দ্বারা দেখান যে, আয়ের প্রত্যাশা এবং সম্পদ অর্জনের মনোবৃত্তি ডুসেনবেরীর বর্ণিত প্রদর্শন প্রভাব অপেক্ষা ভোক্তার ব্যয় স্বভাবের ওপর অধিক প্রভাব সৃষ্টি করে।

৫. ডুসেনবেরী বর্ণিত প্রদর্শন প্রভাব সবসময়, সর্বত্র সমভাবে কাজ করে না। সমাজের একেবারে নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষের বেলায় এটি ঘটে না বলেই দৃশ্যমান হয়। যেমন : একজন রিকসাচালক তার আরোহীর ন্যায় সুন্দর পোশাক পড়ে ঘুরে বেড়ায় না বা ভিক্ষুক সাইকেল বা হোন্ডায় চড়ে ভিক্ষা করে না।

৬. ডুসেনবেরীর আপেক্ষিক আয় ধারণাটি একজন সাধারণ ভোক্তার নিকট অস্পষ্ট ও জটিল। এছাড়া মানুষের ভোগ ব্যয় পরম আয় নয়, আপেক্ষিক আয়ের ওপর নির্ভর করে– এ বক্তব্য সর্বদাই সবার জন্য মেনে নেয়া যায় না। বরং, বলা যায় মানুষের ভোগব্যয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার নিজস্ব আয় তথা পরম আয়ের ওপর নির্ভরশীল।

ডুসেনবেরীর আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্তের উল্লিখিত সমালোচনা সত্ত্বেও বেশির ভাগ অর্থনীতিবিদ স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ অপেক্ষক এর মধ্যে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যের প্রশংসা করেছেন।

আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্তের তাৎপর্য

Significance of Relative Income Hypothesis

১. ডুসেনবেরীর ভোগ উপসিদ্ধান্তের মাধ্যমেই উপলব্ধি করা যায় যে, চলতি আয়ের সাথে আপেক্ষিক আয়ও ভোগের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। শুধুমাত্র চলতি আয়ের ওপর ভোগের নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করলে ভোগ অপেক্ষকের বিশ্লেষণ অনেক সংকীর্ণ হয়ে পড়ে।

২. ডুসেনবেরীর ব্যাখ্যা হতে ধারণা লাভ করা যায় যে, দীর্ঘকালীন সময়ে আয়-ভোগের সম্পর্ক বা গড় ভোগ প্রবণতা স্থির থাকে বা আনুপাতিক, আয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে APC পরিবর্তিত হয়।

৩. অর্থনীতি যখন সমৃদ্ধির দিকে যায়, তখন পরিবারগুলো তাদের সম্পদ বৃদ্ধির দিকে অধিক মনোযোগী হয়ে ওঠে। মন্দার সময় পরিবারগুলো যে অতিরিক্ত ব্যয় করেছিল, সমৃদ্ধির সময় তা পুষিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। সে কারণে আয় বাড়লে APC হ্রাস পায়।

৪. ডুসেনবেরীর ভোগ উপসিদ্ধান্ত হতে জানা যায় যে, স্বল্পকালীন MPC দীর্ঘকালীন MPC এর তুলনায় কম। এছাড়াও বাণিজ্যচক্রের ওঠানামার সঙ্গে স্বল্পকালীন APC এবং MPC পরিবর্তিত হয়।

৫. ডুসেনবেরীর ভোগ উপসিদ্ধান্তে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের সমন্বয় সাধন করে। তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির হারকে (growth rate) ভোগ অপেক্ষকের সাথে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা নেয়।

ওপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ডুসেনবেরীর ভোগ উপসিদ্ধান্ত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও মন্দার সময় ভোগের প্রকৃতি উপলব্ধি করার পশ্চাতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

পরম আয় উপসিদ্ধান্ত ও আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য

Differences Between Absolute Income Hypothesis and Relative Income Hypothesis.

J.M. Keynes, Tobin প্রমুখ অর্থনীতিবিদ কর্তৃক ভোগের পরম আয় উপসিদ্ধান্ত এবং ডুসেনবেরীর আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্তের মূল উদ্দেশ্য এক হলেও উভয় তত্ত্বের বিশ্লেষণে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। যেমন :

১. পরম আয় উপসিদ্ধান্তে মানুষের ভোগ ব্যয় পরম আয় বা নিজ আয়ের ওপর নিভরশীল বলে ধরা হয়। পক্ষান্তরে আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্তে মানুষের ভোগব্যয় আপেক্ষিক আয়ের ওপর নির্ভরশীল হিসেবে দেখানো হয়।

২. পরম আয় উপসিদ্ধান্তের বিশ্লেষণে ভোগের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, জীবনযাত্রার মান, অনুকরণপ্রিয়তা, ভোগ অভ্যাস, অতীতের উচ্চ আয় বা জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি উপাদান বিবেচনা করা না হলেও আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্তের বিশ্লেষণে এসব খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

৩. পরম আয় উপসিদ্ধান্তে ব্যবহৃত ভোগ অপেক্ষক মূলত স্বল্পকালীন। পক্ষান্তরে আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্তে ভোগ অপেক্ষক স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উভয়ই হতে পারে।

৪. পরম আয় ভোগ অপেক্ষক অ-আনুপাতিক অর্থাৎ APC পরিবর্তনশীল। পক্ষান্তরে আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্তে স্বল্পকালে ভোগ অপেক্ষক অ-আনুপাতিক হলেও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক আনুপাতিক অর্থাৎ APC স্থির।

৫. পরম আয় অপেক্ষকে APC > MPC হলেও আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্তে স্বল্পকালে APC > MPC এবং দীর্ঘকালে APC = MPC হয়।

৬. ডুসেনবেরীর বক্তব্য অনুযায়ী দীর্ঘকালীন MPC > স্বল্পকালীন MPC। কিন্তু কেইন্স যেহেতু স্বল্পকাল নিয়ে আলোচনা করেন, তাই কেইন্সের বক্তব্য হতে শুধু স্বল্পকালীন MPC সম্পর্কে জানা যায়।

কেইন্স অপেক্ষা ডুসেনবেরীর বক্তব্য অনেক অগ্রসর। ডুসেনবেরী বলেন– ভোগ অপেক্ষক স্বল্পকালের মধ্যে সীমিত থাকতে পারে না। চলতি আয়ের সঙ্গে আপেক্ষিক আয়ও বিবেচনাযোগ্য। সমৃদ্ধি ও মন্দায় একই ভোগ প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় না। ব্যক্তির আপেক্ষিক সামাজিক অবস্থান ভোগের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়াও প্রদর্শন প্রভাব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনাযোগ্য। ডুসেনবেরীর বক্তব্যে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস লক্ষ্যণীয়।

তাই বলা যায়, কেইন্সের ত্রুটিগুলো ডুসেনবেরী সংশোধন করে ভোগ অপেক্ষক বিশ্লেষণকে বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলেছেন।

সারসংক্ষেপ

পরম আয় উপসিদ্ধান্তের মূল বক্তব্য : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন উৎস থেকে ব্যক্তি বা পরিবার যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে, তাকেই পরম আয় বলে। ভোক্তা তার পরম আয়ের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নেয় চলতি আয়ের কত অংশ ভোগের ক্ষেত্রে সে ব্যয় করবে। J. M. Keynes এর মতে, পরম আয়ের ওপর ভোগ ব্যয় নির্ভরশীল। তবে আয় যে হারে বাড়ে, ভোগ সে তুলনায় কম হারে বাড়ে।

আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্ত : অধ্যাপক ডুসেনবেরীর মতে, আপেক্ষিক আয়ের ওপর ভোগব্যয় নির্ভর করে। আপেক্ষিক আয় দু'টি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমটি হলো ভোক্তার অতীতের সর্বোচ্চ আয়ের স্তরের জীবনযাত্রার মান এবং অপরটি হলো পারিপার্শ্বিক উচ্চ ভোগের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মানের ভিত্তিতে বিচার্য।

র‍্যাচেট ইফেক্ট : ভোগের ক্ষেত্রে মানুষ মন্দাকালে নিকট অতীতের সমৃদ্ধিকালীন উন্নত ভোগ অভ্যাস সহসা ত্যাগ করতে চায় না, তাকে আঁকড়ে ধরে রাখার যে প্রচেষ্টা তাকে র‍্যাচেট ইফেক্ট বলে।

প্রদর্শন প্রভাব : মানুষ অনুকরণপ্রিয় এবং মানুষের ভোগ অভ্যাস পারিপার্শ্বিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়। কোনো ভোক্তা তার চেয়ে অধিকতর সামর্থ্যবান ও রুচিবান কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের উন্নত ভোগ অভ্যাসের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে, তখন সে তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করে। এ ধরনের প্রভাবকে প্রদর্শন প্রভাব বলে।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ভোগ অপেক্ষক কী?
২. ভোগ প্রবণতা কাকে বলে?
৩. স্বয়ম্ভূত ও প্ররোচিত ভোগের মধ্যে পার্থক্য কী?
৪. সমীকরণ ও চিত্রের সাহায্যে APC নির্ণয় করো।
৫. সমীকরণ ও চিত্রের সাহায্যে MPC নির্ণয় করো।
৬. মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক ভোগ বিধির মূল বক্তব্য কী?
৭. $O < b < 1$ এর তাৎপর্য কী?
৮. 45° রেখার তাৎপর্য কী?
৯. ভোগ অপেক্ষকে 'a' ও 'b' এর অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দাও।
১০. স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে ৪টি পার্থক্য লেখ।
১১. দেখাও যে, (a) APC + APS = 1;
(b) MPC + MPS = 1
১২. কুজনেটসের 'পাজল' কী?
১৩. প্রদর্শন প্রভাব কী?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. কেইন্স এর মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক ভোগ বিধিটি সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা করো।
২. স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষকের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো।
৩. দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করো।
৪. স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে তুলনা করো।
৫. সমালোচনাসহ পরম আয় উপসিদ্ধান্তটি ব্যাখ্যা করো।
৬. সমালোচনাসহ আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্তটি ব্যাখ্যা করো।